জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নাম বদল

প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো ইতিহাসকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তন করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন নামকরণ করা হল 'বিজয় দুর্গ'

পারদের ওঠানামা

বুধবার ফের ২ ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা। সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণের জেলায় তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ২-৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা। সপ্তাহান্তে ফের কমতে পারে তাপমাত্রা

মাধ্যমিকে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের মোবাইলে নিষেধাজ্ঞা

বানারহাট হাসপাতাল উন্নয়নে ৩০ কোটি বরাদ্দ করল রাজ্য

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৬০ ● ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ● ২৩ মাঘ ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 260 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 6 FEBRUARY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মমতা-ম্যাজিকে ঢালাও লগ্নি ■ শিল্পায়নে একাধিক পদক্ষেপ

বাণিজ্যে বাংলার লক্ষ্মীলাভ

শিল্পে নতুন কমিটি, আজ থেকে কাজ শুরু দেউচায়

প্রতিবেদন : অষ্টম শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনেই ঢালাও লক্ষ্মীলাভ হল বাংলায়। মুকেশ আম্বানি থেকে সজ্জন জিন্দালের মতো দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিরা বাংলায় কয়েক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা করলেন। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনেই শিল্পপতিরা একসুরে জানিয়ে দিলেন, বাংলাই এখন বিনিয়োগের নয়া গন্তব্য। এখানে নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করা যায়। তাঁরা আহ্বান জানালেন বিশ্বকে, বাংলায় আমরা বিনিয়োগ করেছি, আপনারাও করুন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বদলে গিয়েছে বাংলা। তাঁর পরিকল্পনা ও ভিশনে এখন এক নতুন বাংলা। যা আগে কখনও আমরা দেখিনি। মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দালদের সুরে সুর মেলালেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, সঞ্জীব পুরী, হর্ষ নেওটিয়া, হর্ষবর্ধন আগরওয়ালের মতো শিল্পপতিরাও। এর সঙ্গে যথাযথ সঙ্গত করলেন বাংলার ব্র্যান্ড (এরপর ১২ পাতায়)

- দেউচা-পাঁচামিতে পাইলট প্রোজেক্টে ব্যয় ৩৫ হাজার কোটি
- হাওড়ার সাঁকরাইলে রবার কারখানা। বিনিয়োগ ১,৫০০ কোটি
- ফ্যাশন ও গয়না সামগ্রীর রফতানি কেন্দ্র হবে সিঙ্গুরে
- বারাকপুরে বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র গড়বে হ্যাভাস অ্যারোটেক
- আসানসোলে ইস্পাত কারখানায় ২১৩ কোটি বিনিয়োগ সেল গ্রোথ ওয়ার্ক সংস্থার
- হলদিয়ায় পেট্রোকার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালসের ৯১ কোটি বিনিয়োগ
- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ৬০টির বেশি শিল্প পার্ক
- বীরভূমের ময়ূরাক্ষী কটন মিল পুনরুজ্জীবিত হবে
- ডানকুনি ও চন্দননগরে ১৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ নিফা গ্রুপের

অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শিল্পপতি ও অভ্যাগতদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলায় এবার দ্বিগুণ লগ্নি মুকেশ আম্বানির

এআই হাব ও সৌরশক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

প্রতিবেদন : বাংলায় অর্থনৈতিক রেনেসাঁস এসেছে। আর আজ বাংলার উচ্চশির। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে হৃদয় থেকে ব্যবসা। তাই এই বদলে যাওয়া বাংলায় দ্বিগুণ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করলেন রিলায়েন্স কর্ণধার। বুধবার নিউ টাউনে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, বাংলার বাণিজ্যে নবজাগরণ এসেছে। প্রতিটি বাণিজ্য সম্মেলনই নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলার পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে ও শিল্পবান্ধব হয়ে উঠেছে। এই বাংলায় এআই হাব-সহ একাধিক ক্ষেত্রে রিলায়েন্স-কর্তা মুকেশ আম্বানি ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

- বিপুল লগ্নি, দেশ-বিদেশের শিল্পপতিদের ঘোষণা
- লগ্নিপ্রক্রিয়া সরল করতে একাধিক নীতি গ্রহণ
- দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন, ভূয়সী প্রশংসা শিল্পপতিদের
- শিল্পের যে কোনও প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকে পাওয়া যায়

তিনি বলেন, মমতাদি দেশের একজন দক্ষ প্রশাসক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহানুভূতি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অন্য নাম। তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় শিল্পের পরিবেশ সুদূরপ্রসারী। (এরপর ১০ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করুন : সৌরভ
- বাণিজ্যে বাংলাই অনুপ্রেরণা : গোয়েঙ্কা
- পাওয়ার হাউস হবে বাংলা : জিন্দাল
- শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রাজ্য : নেওটিয়া
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভূয়সী প্রশংসা : সঞ্জীব পুরী
- পর্যটন, কৃষিতে বাংলার সঙ্গে কাজ করতে চায় ভুটান : ইউনটেন ফুন্টসো
- বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের যৌথ কাজে সমৃদ্ধ হবে দেশ : হেমন্ত সোরেন
- বাংলার হস্তশিল্প এবার সম্মেলনে

হিসেব দিলেন বিনিয়োগের

প্রতিবেদন : গত ৭টি শিল্প সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। যার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকি ৬ লক্ষ কোটির প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেই এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, যাঁরা এসব বলছেন তাঁদের বলব কীভাবে বলছেন এই কথাগুলো? সব সময় নেগেটিভ কথা না বলে রাজ্যের গর্বের সঙ্গে গর্বিত হোন। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনে আমি সন্তুষ্ট। কারণ মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দালরা যে ঘোষণা করেছেন বিনিয়োগের তাতে নতুন করে আমার বলার কিছু নেই। (এরপর ১২ পাতায়)

লগ্নিতে টাটাও আগ্রহী : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলায় লগ্নিতে আগ্রহী টাটা গোষ্ঠী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনিক কথোপকথনে বাংলায় কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে তারা। বুধবার বিজিবিএসের প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টাটা সন্সের এখন যিনি দায়িত্বে, সেই চন্দ্রশেখরনজির সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। তাঁরা বাংলার কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভালোবাসা

ভালোবাসা
এ এক অদ্ভুত অনুভূতি!
যৌবন জলতরঙ্গের ঢেউয়ে
আছড়ে পড়া এক নব্যজগৎ
এ তরঙ্গ নাহি ঠাঁই পায় কোনো বাধা-বিপত্তি

এ তরঙ্গ নাহি শোনে কোনো দুর্যোগের
কলোচ্ছ্বাস
সুন্দরকে ভালোবেসে,
এ তরঙ্গ নিজেরে করে দেয় উজাড়
আসমুদ্র হিমাচলের পথে—
যে সমুদ্রে উদিত হয় নির্মল জলের সুন্দর
প্রভাত,
যে তরঙ্গে বিচরণ করে জলতরঙ্গী পরির
নৃত্য পদোচ্ছ্বাস।

সেই তরঙ্গে মিলিত হয়ে
ভালোবাসা সুন্দরকে করে জয়।।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 February, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২২ লতা মঙ্গেশকর (১৯২৯-২০২২) এদিন মুম্বইতে ৯২ বছর বয়সে সুরলোকে গমন করেন। ১৯৮৯-তে ভারত সরকার তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০০১-এ তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়; এম এস সুব্বুলক্ষ্মীর পর এই পদক পাওয়া তিনিই দ্বিতীয় সংগীতশিল্পী। ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাঁকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাবে ভূষিত করে। সত্তর বছর ধরে সিনেমার অভিনেতা, নির্মাতা, সুরকার, এমনকী দর্শকও বদলেছে। থেকে গিয়েছে একমেবাদ্বিতীয়ম সেই স্বর্গকণ্ঠ। প্রতি প্রজন্মের নায়িকার থিম সং তাঁরই। নার্গিস (পেয়ার হুয়া), মধুবালা (পেয়ার কিয়া তো), মীনাকুমারী (চলতে চলতে),

মালা সিনহা (আপকি নজ়রোঁনে), ওয়াহিদা (আজ ফির), বৈজয়ন্তীমালা (হোঁটো মে অ্যায়সি বাত), শর্মিলা (অবকে সাজন), জয়া (ম্যায়নে কাঁহা ফুলোসে), রেখা (পরদেশিয়া), শ্রীদেবী (ম্যায় নাগিন), মাধুরী (দিদি তেরা), কাজল (তুঝে দেখা), ঐশ্বর্য (হামকো হামিসে)... নায়িকার রূপ বদলেছে, কিন্তু একই স্বর নদী হয়ে সুরে প্লাবিত করেছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। গণসংস্কৃতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী কে— সেই সমীক্ষায় অমিতাভ, কিশোর, সত্যজিতের চেয়েও এগিয়ে গিয়েছেন কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর। গুলজ়ার এই ভাবনাতেই লতার পরিচিতিসংগীত তৈরি করেছেন— "চেহরা ইয়ে বদল যায়েগা। মেরি আওয়াজ় হি পহেচান হ্যায়।"

২০২০ মিস শেফালি (১৯৪৪-২০২০) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সত্তরের দশকের নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী। এক সময় তাঁকে দেখতে নাটমঞ্চে, সিনেমা হলে উপচে পড়ত ভিড়। এক সময় তাঁর অভিনীত নাটকের টিকিট 'ব্ল্যাক' বা কালোবাজারে বিক্রি হত। কিন্তু আজকের দিনে শববাহী গাড়িতে তিনি যখন পানিহাটি শ্মশান-চত্বরে ঢুকলেন, আত্মীয়স্বজন ছাড়া সঙ্গে তখন মাত্রই কয়েক জন প্রতিবেশী। মিস শেফালি অর্থাৎ আরতি দাস যখন সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে দেহপসারিণী ও নার্সের চরিত্রে অভিনয় করছেন, যৌনতা নিয়ে তখনও টলিউডের আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্কারের জড়তা। 'সীমাবদ্ধ'-এ শেফালির ওই চরিত্রায়ণ যৌনতার বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ নয়, নর্তকীর শিল্পী-সত্তা, সর্বোপরি নারীত্বের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। শুধু সত্যজিতের ছবিতে নয়, বিশ্বরূপা, সারকারিনা, রঙমহলের মঞ্চে 'চৌরঙ্গি', 'আসামী হাজির'-এর মতো বিভিন্ন নাটকেও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল শেফালি-সৌরভ।

১৯৮৭ কেশবচন্দ্র নাগ ওরফে কে সি নাগ (১৮৯৩-১৯৮৭) এদিন পরলোক গমন করেন। বাঙালি অঙ্ক শুনলেই তাঁকে গড় করে। হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে একটা ছবিওয়ালা জোক এই সেদিনও খুব হিট ছিল। উপরে কে সি দাসের ছবি, তিনি বলছেন: আমি রসগোল্লা বানানোর জন্য বিখ্যাত। তলায় কে সি নাগের ছবি, তিনি বলছেন: আমি রসগোল্লা পাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত! বঙ্গভূমি গণিতক্ষেত্রে বহু প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, এই নিয্যস সত্যটাকে কীভাবে যেন চাপা দিয়েছে বাঙালির অঙ্কভীতি, ভয়ঙ্কর হিন্দি বলা আর পেটের অসুখের পরম্পরা। ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন স্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই ও পরে হেডমাস্টার ছিলেন কে সি নাগ। কে সি নাগের বই থেকে অঙ্ক করা ছাত্রমাত্রেই জানে, অনুশীলনীর গোড়ার অঙ্কগুলো সোজা, পঁচিশ-তিরিশ দাগের পর থেকে জব্বর কঠিন। কিন্তু ওঁর ক্লাসে অঙ্ক শিখেছে যারা, তাদের কাছে জলভাত।

১৯৭৬ ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক। ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের কারণে তিনি যেমন প্রশংসিত ছিলেন; ঠিক তেমনি বিতর্কিত ভূমিকাও ছিল তাঁর। তাঁকে দেখলেই মনে হত এক জন গ্রিক মাস্টার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব লম্বা, উসকোখুসকো চুল, পাঞ্জাবির ওপর বোতাম-খোলা খাদির জ্যাকেট, কাঁধে একটা ঝোলা, আর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ— যেন এই বার অলৌকিক কোনও আখ্যান শুরু হবে। গুলজার লিখেছেন, "আমি এখনও 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সুপ্রিয়ার চটি ছিঁড়ে যাওয়ার সিনটা ভুলতে পারি না, কিংবা যে বিশাল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে অনিলদা বন্দিশ গাইছিলেন, সেই দৃশ্যটা। ওই গাছটা চুজ করাই একটা মাস্টারের কাজ। ওই বিশালত্ব, ওই রাজকীয় ব্যাপারটা ওই সিনটাকে একেবারে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ঋত্বিকদাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ওই গাছটার মতো মনে হয়েছিল আমার। খুব আলুথালু রাজকীয়।"

১৮৯০ সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান (১৮৯০-১৯৮৮) জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী। সর্বদা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনিই প্রথম অভারতীয় যাঁকে ভারতরত্ন প্রদান করা হয়। তারিখটা ছিল ১৯৩৮-এর ১৭ অক্টোবর। পেশোয়ারের কাছে উৎমানজই নামে একটি গ্রামে খান আবদুল গফফর খানের বাড়িতে তখন বিশ্রামে সময় কাটাচ্ছেন গান্ধী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার খান সাহেবকে বললেন, "খাঁ সাহেব, আপনার মতো এমন মানুষই তো আমাদের চাই— যাঁদের মধ্যে রয়েছে প্রেমের সঙ্গে সত্যের যোগ। আপনি মিল করে দিন হিন্দু-মুসলমানের। না হলে ভারতবর্ষের গতি কী হবে?" প্রশ্নটা শুনে খানিকটা নিশ্চুপ থেকে খানসাহেব বললেন, আমি কী করব বলুন? মিল হয় তখনই যখন অন্তরে আসে নির্ভরতা— যখন মানুষ প্রেমের মন্ত্রকে দলের মন্ত্রের চাইতে বড় বলে মানে। ভিতরে প্রীতির ভিত পাকা না হলে বাইরের মিলনের ইমারত তো তাসের ঘর।

৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৪৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৫০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮০৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৬৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৩৩	৮৬.৯৬
ইউরো	৯২.৫৪	৯০.৭৪
পাউন্ড	১১০.৯৮	১০৮.৯২

নজরকাড়া ইনস্টা

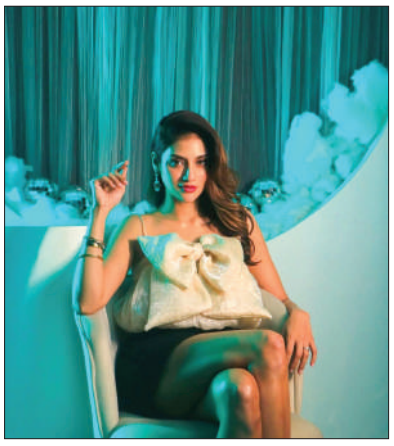

নুসরত

মিমি চক্রবর্তী

পার্টির কর্মসূচি

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল অ্যাম্বুল্যান্স ওনার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স ইউনিয়নের সভা অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি আইএনটিটিইউসি দলীয় কার্যালয়ে। এই সভায় সংগঠনের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি নির্জল দে, সহসভাপতি প্রবীর দত্ত, টাউন ১ ব্লক সভাপতি নরসিং মাহাতো, সমীর ছেত্রী, মৃণাল বর্মন-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৮৬

পাশাপাশি : ১. অত্যন্ত দুঃখে বা অনুতাপে কপাল বা মাথা চাপড়ানো ৬. নাগাল ৮. কটু, তীব্র ৯. যে ছবি জলে ভিজিয়ে অন্য কাগজে চেপে ছাপ তোলা যায় ১০. প্রিয়বচন ১২. কেশহীন, নেড়া ১৩. প্রণাম ১৫. হজরত মোহম্মদ।

উপর-নিচ : ২. কৈফিয়ত দেওয়া ৩. কুবের ৪. নিম্নভাগ, আধোদেশ ৫. মসৃণ ৭. উল্টো বোঝা ১১. দোলায়িত ১২. শনিগ্রহের বলয় বা বেষ্টনী ১৪. নশ্বর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৮৫ : পাশাপাশি : ২. প্রতিবেদন ৫. সংকাশ ৬. মহল্লা ৭. বহুমান ৯. দানাদার ১২. বরগা ১৩. দাওয়াত ১৪. সময়ান্তর। **উপর-নিচ :** ১. আসবাব ২. প্রশমন ৩. বেলাল্লাপনা ৪. নদীশ ৮. মাধবপ্রিয়া ৯. দাগাদার ১০. রসাতল ১১. পর্যাস।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

6 February, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বাণিজ্যে বাংলাই অনুপ্রেরণা

■ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

প্রতিবেদন : এই রাজ্য এখন পরিবর্তিত বাংলা। বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার বিবর্তনের ছবিটা বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর মঞ্চ থেকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন রাজ্যের অন্যতম সফল শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাকে বিশ্ব বাণিজ্য মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্ত চেষ্টা, অন্যদিকে, রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সুস্থ পরিবেশ— দুইয়ে মিলে এ-রাজ্য যে শিল্পস্থাপনে অন্যতম আদর্শ তা বেশ স্পষ্ট করেই বলেন তিনি। আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের মঞ্চে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, গত কয়েক বছরে অনেক বদলে গিয়েছে বাংলা। যাঁর জন্ম ও কর্ম এই বাংলাতেই তাঁর পক্ষে এই উন্নয়ন দেখে আবেগপ্রবণ হওয়াই স্বাভাবিক। কীভাবে এই পরিবর্তন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে সঞ্জীবের দাবি, এখানে সিদ্ধান্ত হয় দ্রুত, কৌশলগত, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। যে কোনও সমস্যার পলকের মধ্যে সমাধান হয়। এটা ব্যবসায়িক মানসিকতার সঙ্গে মানানসই। রাজ্যে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চলতি সময়ে ইতিমধ্যে ৪০ হাজার কোটি বিনিয়োগ করেছে তাঁর সংস্থা। আরও ১০ হাজার কোটির কাজ শুরু হয়েছে। মূলত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তাঁরা বিনিয়োগ করছেন।

পাওয়ার হাউস হবে এই বাংলা

■ সজ্জন জিন্দাল।

প্রতিবেদন : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন জিন্দাল গোষ্ঠীর কর্ণধার সজ্জন জিন্দাল। তাঁর কথায়, দেশের পাওয়ার হাউস হবে বাংলা। এদিন বাংলার সরকারের সহযোগিতা ও শিল্পবান্ধব পরিবেশের প্রশংসা করেন শিল্পপতিরা। তিনি বলেন, বাংলায় একদিনও শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। বিদ্যুৎক্ষেত্রে ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেন তিনি। সজ্জন জিন্দাল বলেন, বাংলার মতো শিল্পবান্ধব পরিবেশ অন্য রাজ্যে পাওয়া যায় না। এখানে একদিনও শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। এরপরেই বিনিয়োগের ঘোষণা করেন জিন্দাল। বলেন, বিদ্যুৎক্ষেত্রে ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। শালবনিতে কারখানা তৈরি হবে। একই সঙ্গে বিজনেস পার্ক তৈরির কথাও জানান জিন্দাল। তিনি আরও জানান, দুর্গাপুর বিমানবন্দর সম্প্রসারণ করবে জিন্দাল গোষ্ঠী। এর ফলে বাড়বে বিপুল কর্মসংস্থান।

শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রাজ্যে

■ হর্ষবর্ধন নেওটিয়া

প্রতিবেদন : বাংলার শিল্পবান্ধব নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিশিষ্ট উদ্যোগী হর্ষবর্ধন নেওটিয়া। বুধবার বিজিবিএসের মঞ্চে রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন তিনি। অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের কর্ণধারের দাবি, বাংলাতেই বিনিয়োগের জন্য সবথেকে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। সঙ্গে আমলাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। গোটা ব্যবস্থার মধ্যে একটি ইতিবাচক আবহাওয়া রয়েছে যা বাণিজ্যের অত্যন্ত সহায়ক। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন, বাংলায় তাঁরা ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। এর মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যেখানে কলকাতা, শিলিগুড়ি ও বর্ধমানে তৈরি হবে ৫টি হাসপাতাল। পনেরোশো কোটি বিনিয়োগ করে ৩ হাসপাতাল হবে কলকাতায়। বাকি দুটি শিলিগুড়ি ও বর্ধমানে তৈরি হবে। পর্যটনেও নজর রয়েছে তাঁদের। কলকাতার বাইরে দার্জিলিং, কালিম্পং, গরুমারা, শান্তিনিকেতন, দিঘা-সহ একাধিক জায়গায় হোটেল গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান নেওটিয়া। সেই সঙ্গে কলকাতায় গলফ-থিমের ওপর একটি আবাসন প্রকল্পের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভূয়সী প্রশংসা

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী। তাঁর কথায়, রাজ্যে এখন শিল্পবান্ধব পরিবেশ। ম্যানপাওয়ার থেকে ট্যালেন্ট, হার্ড ওয়ার্কিং ইয়ং জেনারেশন, বাংলায় সবকিছুই আছে। কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পেরও উল্লেখ করেন তিনি। ঘোষণা করেন বিনিয়োগেরও। শুরুতেই তাঁকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান অর্থ উপদেষ্টা অমিত মিত্র। আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান জানান, রাজ্যে ১৮টি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে আমাদের। সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে আইটিসি। আমরা এখানে গ্লোবাল সেক্টর ফর ইন্টেলিজেন্স তথা কৃত্রিম মেধার হাব তৈরি করছি। এছাড়াও নিম থেকে গবেষণা এবং উৎপাদনের জন্যে হাজারটি নিম বাগান লিজ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বাংলায় আইটিসি-র ৬টি হোটেল রয়েছে। আগামী দিনে তা দ্বিগুণ করা হবে।

■ সঞ্জীব পুরী

নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করুন বাংলায় বিশ্বের শিল্পপতিদের আহ্বান সৌরভের

প্রতিবেদন : প্রতিবছরই পরিধি বাড়ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করুন। বিজিবিএসের মঞ্চ থেকে এমনটাই আহ্বান করলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গলায় শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা। এদিন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সৌরভ বলেন, আমি ব্যবসা খুব একটা বুঝি না। তবে গত কয়েক বছর ধরে লগ্নি করার চেষ্টা করছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর আধিকারিকদের থেকে ভীষণ সমর্থন ও সাহায্য পাই। সরকার খুব সাহায্য করে, আপনারা নিশ্চিন্তে এখানে বিনিয়োগ করুন।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের এত বড় মঞ্চে ডাক পেয়ে সৌরভ যে অভিভূত সেই প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে তাঁর অভিব্যক্তিতে। তিনি বলেন, প্রত্যেক বছরই পরিধি বাড়ছে এই সম্মেলনের। বেঙ্গল বিজনেস সামিটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন।

কৃষি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যক্ষেত্র, শিক্ষা থেকে শুরু করে সিনেমা, সব বিষয়ে আলোচনা হয় এখানে। ক্রিকেটের লোক হলেও আমাদের রাজ্যে এসে এত নামী শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিরা লগ্নি করতে চান ভাবলে খুব খুশি হই। মমতাদির তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সৌরভের কথায়, মুকেশ অম্বানি, সজ্জন জিন্দাল, সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা এখানে রয়েছেন। ওঁদের ধন্যবাদ। খেলাধুলোতেও প্রচুর লগ্নি করছেন ওঁরা। আমি অনূর্ধ্ব-১৫ স্তর থেকে যখন বাংলার হয়ে খেলতাম, তখন থেকে খেলাধুলোর উন্নতি চোখে পড়ার মতো। আমি নিজে দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত। লগ্নি শুধু বাণিজ্যে নয়, খেলাধুলোতেও হবে বলে আশা করি। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্যান্য খেলাতেও লগ্নি প্রয়োজন। আমাদের এখানে ফুটবল ক্রিকেটের চেয়েও বড় আবেগ। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করে সৌরভ বলেন, উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে আমাদের কাছে উনি দিদিই। যখনই মেসেজ করি, এক মিনিটে উত্তর দেন। সে যত রাতেই হোক না কেন। আমি মাঝেমধ্যে ভাবি, কী করে একজন মুখ্যমন্ত্রী এত সময় পান? আশা করছি আপনার নেতৃত্বে রাজ্য আরও এগিয়ে চলবে।

বিনিয়োগে বাংলাই দেশের সেরা গন্তব্য

■ হর্ষবর্ধন আগরওয়াল

প্রতিবেদন : বাংলাই এখন বিনিয়োগের সেরা গন্তব্য। বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এমনই জানালেন ফিকির কর্ণধার হর্ষবর্ধন আগরওয়াল। বাংলাই যে এখন শিল্পের মূল পীঠস্থান তা বারবার বুঝিয়ে দেন শিল্পপতিরা। এদিন প্রত্যেক শিল্পপতি রাজ্যে বিনিয়োগের পাশাপাশি যাঁরা বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের আরও বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়ানোর কথাও বলেন। হর্ষবর্ধন আগরওয়াল বলেন, ভৌগোলিক এবং অন্যান্য নানা দিক থেকেও বাংলায় বিনিয়োগ করার সবরকম সহযোগী পরিবেশ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুরন্ত নেতৃত্বে বাংলার অর্থনীতিতে এক চমকপ্রদ পরিবর্তন এসেছে। আমরা এখানে বিনিয়োগ করেছি। ইমামি গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাতেও আমাদের বিনিয়োগ রয়েছে এবং আরও হবে। আমরা বিনিয়োগ করেছি, আমি আহ্বান জানাব বাকিরাও বাংলায় বিনিয়োগ করুক।

বাংলা-ঝাড়খণ্ডের যৌথ উদ্যোগে সমৃদ্ধ হবে দেশ

■ হেমন্ত সোরেন

প্রতিবেদন : শিল্পের প্রসারে বাংলার সঙ্গী এবার প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডও! বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ২০২৫-এ শিল্পের উন্নয়নে শরিক হল দুই পড়শি রাজ্য। বাণিজ্য সম্মেলনের আগে থেকেই বাংলার পশ্চিমি জেলাগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে ঝাড়খণ্ডকে শরিক বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উদ্দেশ্যে এদিন বিজিবিএস-এ উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে নিয়ে হেমন্তের কথা, ঝাড়খণ্ডের প্রায় অর্ধেক সীমানা বাংলার সঙ্গে। ঝাড়খণ্ড ও বাংলা অনেকক্ষেত্রেই সহযোগিতার সঙ্গে এগিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জন্য প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ এনেছেন।

এদিন হেমন্ত সোরেন বলেন, শিল্পক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ড যে কতটা সমৃদ্ধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খনিজ সম্পদ ও টেক্সটাইল শিল্পে ঝাড়খণ্ড অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। এখানে ৪০ শতাংশের বেশি খনিজ সম্পদ। দেশের অর্থনীতিতে ঝাড়খণ্ডের বিরাট ভূমিকা। বস্ত্রশিল্পে আরও উন্নতি করতে পারি। পর্যটন শিল্পেও আমাদের রাজ্যে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তাই ঝাড়খণ্ড ও বাংলা মিলেমিশে কাজ করতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে দৃষ্টান্তমূলক যোগদানের নিদর্শন রাখতে পারি।

পর্যটন, কৃষিতে বাংলার সঙ্গে কাজ করতে চায় ভুটান

প্রতিবেদন : রাজ্যের শিল্পপ্রসারে ইতিহাস! বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০২৫-এ জুড়ল নতুন অধ্যায়। বাংলার উত্তরে শিল্পোন্নয়ন থেকে যোগাযোগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চায় ভুটান। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ ভাগ করে নেওয়া থেকে শুরু করে চারটি ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ভুটানের কৃষি ও প্রাণিপালন মন্ত্রী ইউনটেন ফুন্টসো। বুধবার বিজিবিএসের প্রথমদিনে বিশ্বের একমাত্র জিরো কার্বন নিঃসরণকারী দেশ ভুটানের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রশংসা করেন রাজ্যের অর্থ উপদেষ্টা অমিত মিত্র। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভুটানের মন্ত্রী ফুন্টসোও বলেন, চারটি ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। প্রথমত, পর্যটন। দুই এলাকারই সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ একইরকম। একসঙ্গে কাজ করলে উভয়ের উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রবল। দ্বিতীয়ত, যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেখানে অনেকাংশে বাংলার উপর নির্ভরশীলতার কথাও তুলে ধরেন ফুন্টসো। তৃতীয়ত, কৃষি ও কৃষি বিপণন। জৈব চাষে বাংলার সঙ্গে কাজ করে ভুটানের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে উৎপাদিত উচ্চমানের দ্রব্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপণন হলে বাংলা ও ভুটান উভয়েই বিশ্ববাজার কাঁপাবে। এর পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতেও যৌথ উদ্যোগে কাজের কথা জানান মন্ত্রী। বাংলার সঙ্গে গ্রিন এনার্জি উৎপাদনেও যৌথভাবে কাজ করতে চায় ভুটান।

■ ইউনটেন ফুন্টসো

সম্পাদকীয়

6 February, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আস্থার লগ্নি

বিজিবিএস নিশ্চিতভাবে বাংলার লগ্নিতে একটি মাইলস্টোন। প্রত্যেকবার বিজিবিএস বা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হয়েছে, লগ্নি বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। ক্রমশ রাজ্যের চিত্রটাই বদলে যাচ্ছে। যে কারণে কোভিডের সময় যখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যই ধুঁকছিল তখন বাংলা রীতিমতো সামাল দিয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এবারের বিজিবিএসের লক্ষণীয় বিষয় যেটি, সেটি হল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরা মুক্তকণ্ঠে বলছেন বাংলার পরিস্থিতির কথা। বলছেন দেশের মধ্যে লগ্নির জন্য সেরা জায়গা তথা ডেস্টিনেশন হল বাংলা। এইখানেই তাঁরা থামছেন না, তাঁরা দেশ-বিদেশের লগ্নিকারীদের আহ্বান জানিয়ে বলছেন, বাংলায় লগ্নি করুন। নিশ্চিতভাবে সুফল পাবেন। প্রশাসন এখানে দ্রুত কাজ করে। মুখ্যমন্ত্রীকে বাণিজ্যের প্রয়োজনে পাওয়া যায় এবং তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। এখানে ল্যান্ডব্যাঙ্ক আছে। ধর্মঘট বা শ্রমদিবস নষ্টের ইতিহাস অনেক পিছনে ফেলে এসেছে সরকার। প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরা বারবার বলেছেন, রাজ্যের বিনিয়োগের মানচিত্রটাই বদলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা লগ্নি করেছি, আরও লগ্নি করব। আমরাই বলছি আপনারাও আসুন। প্রায় ২০টি দেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন বিজিবিএস-এ। তাঁরাও দেখলেন একটি দেশের অঙ্গরাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীর উপর কতখানি আস্থা দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি বা লগ্নিকারীদের।

e-mail থেকে চিঠি

কাদের বোকা বানাচ্ছেন আপনারা?

২০২৫ সালের বাজেট ‘কার্যকর’ হওয়ার আগে পর্যন্ত ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের বার্ষিক আয় ছিল, তাদের কোনও কর দিতে হত না। ৭ লক্ষ টাকা আয় মানে মাসিক মাইনে হতে হবে ৫০ হাজারের একটু বেশি। দেশের কতজন এই বেতন পায়? ফলে ৭ লক্ষ টাকার নীচে যে-শ্রেণির কর্মীরা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই বাজেট নতুন কিছু দিতে পারেনি। ১২ লক্ষ তো অনেক দূরের কথা। অর্থাৎ, দেশের উপরের ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য কেন্দ্রের পরিকল্পনা থাকলেও, দেখা গেল— নীচের ৫০ শতাংশর জন্য কোনও ভাবনা নেই। এই ট্যাক্স রিজিমে আন্ডারপ্রিভিলেজড শ্রেণির নতুন প্রজন্মের সিংহভাগই ঢুকতে পারবে না। এতে ক্ষতি দেশের ভবিষ্যতেরই। এতদিন জোগানের দিকে সরকারের নজর ছিল, এবার চাহিদার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারের ভাবনা ছিল, যদি মধ্যবিত্তদের কিছু বাড়তি টাকা দেওয়া যায়, তাহলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, তারা আর-একটু খরচ করবে, ফলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। এই কর্মযজ্ঞ থেকে কিন্তু দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত থেকে গেল। এবার এর ফলে যে-ইনফ্লেশন হবে, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি হবে, সেখানে এই ৫০ শতাংশের অবস্থা যে আরও করুণ হবে— সন্দেহ নেই। কর ছাড়ে সত্যিকারের লাভবান হয়েছে সম্পদশালীরা। কিন্তু মনে রাখতে হবে তুলনামূলকভাবে বেশি আয়ের মানুষকে কর ছাড়ের সুযোগ করে দিয়ে সরকারের রাজস্ব আয় সঙ্কুচিত করা হয়েছে। আর তার পরিণতিতে অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ কমে গিয়েছে। উচ্চ মধ্যবিত্তের পকেট ভরালেও ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারলেন না নির্মলা। যে হারে কর্পোরেট তাদের মুনাফা বাড়িয়েছে, তার সামান্য অংশ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিতে ব্যয় করেনি। আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধির পিছনে এটাও একটা বড় কারণ। মানুষের আয় বা মজুরি না বাড়ায় এবং পাশাপাশি উচ্চ মূল্যবৃদ্ধির ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছে। বাজারে পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা হ্রাস তারই ফল। ফলে অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধির হার কমে গিয়েছে। সরকারি পূর্বাভাসই বলছে, চলতি অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশে আটকে থাকবে, গত চার বছরে যা সর্বনিম্ন। মূল্যবৃদ্ধির জেরেও সাধারণ মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। মানুষের আয় সেভাবে বাড়েনি। সার্বিক ভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার কমলেও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ মাত্রাছাড়া। সেই সমস্যার সমাধানের কোনও ইঙ্গিত মেলেনি নির্মলার কথায়। উল্টে বেশিরভাগ মানুষকে বঞ্চিত করে মধ্যবিত্ত আখ্যা দিয়ে অতি অল্প সংখ্যক মানুষকে কর ছাড় দিয়ে বিপুল প্রচার চালানো হচ্ছে।

— দেবব্রত মাইতি, বিজি ২১, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পর্দা ফাঁস, বেআব্রু মোদিতে অনাস্থা

পিএম ইন্টার্নশিপের কেরামতি ধরে ফেলেছে আমজনতা। এই সরকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করার ব্যাপারে কিপটেমি করছে আর কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে উদারহস্ত। বোকা বানাচ্ছেন আমাদের? ভোটে টের পাবেন। লিখছেন আকসা আসিফ

আরও একবার ফাঁস হয়ে গেল মোদির মিথ্যাচার। আরও একবার বোঝা গেল এই গেরুয়া সরকারের ওপর মানুষের অনাস্থা কোথায় পৌঁছেছে।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার সময় নরেন্দ্র মোদির অন্যতম ভরসা ছিল যুব সমাজ। গেরুয়া তরফে দাবি করা হয়, পাঁচ বছর পরের ভোটেও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও সেই ভোটব্যাঙ্ক ফেল করেনি। কারণ, যুব সমাজকে সামনে রেখে নানাবিধ গালভরা প্রতিশ্রুতি।

অবশেষে মোহভঙ্গ হয়েছে। তার প্রমাণও মিলেছে। চব্বিশের নির্বাচন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে জোটের ভরসাতেই তৃতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এবং ক্ষমতায় ফিরেই ২ কোটি ৯০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ঘোষণা। তাতেও কি আস্থা ফিরেছে যুব সমাজের? সংসদে কেন্দ্রই পরিসংখ্যান দিয়ে স্বীকার করেছে, পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিমে প্রায় ৩৩ হাজার আবেদনকারী ‘অফার’ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং সেই প্রত্যাখ্যান সংঘটিত হয়েছে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশে ৪,২১৯ জন, হরিয়ানায় ৩,০৮৯, গুজরাতে ২,১৮৬, মধ্যপ্রদেশে ২,৮৫৯ জন ‘অফার’ ফিরিয়েছেন। এই চারটিই কিন্তু ডবল ইঞ্জিন রাজ্য।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে পিএম-ইন্টার্নশিপ স্কিমের ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। দাবি করেছিল, পাঁচ বছরে দেশের এক কোটি যুবক ৫০০টি সংস্থা-প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। এক বছরের ইন্টার্নশিপে মাসে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা। শর্ত কী? এই স্কিমে আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, দেশের যুব সমাজই এই কর্মসূচির ভরকেন্দ্র। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় পিএম-ইন্টার্নশিপ স্কিম নিয়ে লিখিত প্রশ্ন করেন সিপিএম এমপি ভি শিবদাসন। লিখিত জবাবে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিশ মালহোত্রা জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের অধীনে ৬০ হাজার ৮৬৬ জন আবেদনকারীকে মোট ৮২ হাজার ৭৭টি ইন্টার্নশিপ ‘অফার’ দিয়েছিল বিভিন্ন সংস্থা-প্রতিষ্ঠান। তাঁদের মধ্যে ২৮ হাজার ১৪১ জন সেই ‘অফার’ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মন্ত্রী যা বলতে চাননি—প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিমে ‘অফার’ প্রত্যাখ্যান করেছেন ৩২ হাজার ৭২৫ জন। উল্লিখিত হিসেব গত ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সংস্থা থেকে অফার গিয়েছে? সেইসব সংস্থার বহর কতটা? উত্তর মেলেনি। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ‘দায়সারা’ অফার দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নতুন প্রজন্ম। অস্বীকার করার জায়গা নেই।

একটি লিখিত জবাবে মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে গত ৩ অক্টোবর থেকে। প্রথম পর্বে প্রায় ২ লক্ষ জন আবেদন করেছিলেন। যোগ্যতা-সাপেক্ষে তাঁদের মধ্যে থেকেই ৬০ হাজার ৮৬৬ জন আবেদনকারীকে ‘অফার’ দেওয়া হয়েছিল। এই কর্মসূচির নির্দেশিকামতো একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ দুটো ‘অফার’ পেতে পারেন। মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন,

পাইলট প্রোজেক্টের দ্বিতীয় পর্ব গত ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। তাতেও আস্থা ফিরবে বলে মনে হয় না। নির্মলা সীতারামন তো বলেই ফেলেছেন, এটি কোনও চাকরি নয়। এটি একপ্রকার এক্সপোজার।

যে দল এই মিথ্যাচারিতা চালায় স্বচ্ছন্দে, সেই দল কোন মুখে এই রাজ্যে কর্মসংস্থান নিয়ে এত কথা বলে?

গত জুলাইয়ে, তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যুবসমাজের কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উপরে। প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত একটি প্যাকেজের অন্তর্গত পাঁচটি প্রকল্প ঘোষণা করে পাঁচ বছরে দুই লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়। অর্থমন্ত্রী দাবি করেন যে, এই প্যাকেজের মাধ্যমে পাঁচ বছরে চার কোটি যুবক-যুবতীর জন্য চাকরি এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এবছরের বাজেট-বক্তৃতায় কিন্তু সেই প্যাকেজের কোনও উল্লেখই নেই। অর্থাৎ, মোদি কোনওদিনই এই পিএম ইন্টার্নশিপ নিয়ে সিরিয়াস ছিলেন না।

গতবারের বাজেট-ঘোষণা কতখানি বাস্তবায়িত হল, সেই দলিলে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক বণিকসভা সিআইআই-এর সঙ্গে লগ্নি এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একাধিক বৈঠক করেছে; এবং ‘এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ’ প্রকল্পের একটি খসড়া ক্যাবিনেট নোট ‘চূড়ান্তকরণের স্তরে আছে’।

চলতি অর্থবর্ষে মোট সরকারি ব্যয় বাজেট-ঘোষণার তুলনায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ছাঁটা হয়েছে, সরকারি মূলধনি বিনিয়োগ ছাঁটা হয়েছে ৯২,০০০ কোটি টাকার বেশি। কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, খাদ্য, শক্তি, পরিবহণ এবং স্বাস্থ্য দফতরের চলতি বছরের বাজেট-বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে জল জীবন মিশন-এর ২০২৪-২৫’এর বরাদ্দে ছাঁটা হয়েছে ৪৭,০০০ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ছাঁটা হয়েছে ৩৮,০০০ কোটি টাকা। একশো দিনের কাজের প্রকল্পের বাজেট-বরাদ্দে গত বছর থেকেই কাটছাঁট শুরু হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনি বিনিয়োগ এবং জনকল্যাণ খাতে ব্যয়বরাদ্দে এই কাটছাঁটের নেতিবাচক প্রভাব বেসরকারি বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের উপরে পড়তে বাধ্য, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একশো দিনের কাজের কর্মীদের গড় দৈনিক মজুরি ২০১৯-২০’তে ছিল ২০০ টাকা, সেটা ২০২৪-২৫’এ এসে দাঁড়িয়েছে ২৫২ টাকায়। অথচ কৃষিকাজে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এখন দৈনিক ৪৫২ টাকা। আয়করদাতাদের দেওয়া ১ লক্ষ কোটি টাকার ছাড়ের একটা ভগ্নাংশও যদি একশো দিনের কাজের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামোন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো যেত, সেক্ষেত্রে দেশের বাজারে ভোগব্যয়ের চাহিদা অনেক বড় পরিমাণে বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু সেকথা এই বধির গেরুয়া পার্টিকে কে বোঝাবে? সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, কীভাবে শেয়ার বাজারের সূচক নিফটি-র তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫০০ সংস্থার কর-পরবর্তী মোট মুনাফা ২০১৯-২০ সালে ৪.৩২ লক্ষ কোটি টাকা (দেশের জিডিপির ২.১%) থেকে চার বছরে তিন গুণের বেশি বেড়ে ২০২৩-২৪’এ হয়েছে ১৪.১২ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৪.৮%)। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্পোরেট করের হার এক ধাক্কায় কমিয়ে দেওয়াতেই বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি এই বিপুল মুনাফা করতে পেরেছে। অথচ, কর্পোরেট ক্ষেত্রে কর্মীদের মাইনে বৃদ্ধির হার মুনাফা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। গত চার-পাঁচ বছরে মুনাফার এই বিপুল বৃদ্ধি কিন্তু বর্ধিত বা কর্মসংস্থানে পরিণত হয়নি। বরং, শেয়ার বাজারের সূচকগুলি অতি দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হয়েছে।

তাই জানতে ইচ্ছে করে, এই সরকার কাদের প্রতি দায়বদ্ধ?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন - ২০২৫ ■ লেন্সবন্দি কিছু মুহূর্ত

শিল্প সম্মেলনের সঙ্গেই এবার হস্তশিল্প প্রদর্শনী

প্রতিবেদন : শিল্প সম্মেলনে তারকা শিল্পপতিদের চাঁদের হাট বিশ্ববাংলার কনভেনশন সেন্টারে। শিল্প বিনিয়োগের সঙ্গে এবার বাড়তি পাওনা বাংলার হস্তশিল্পের প্রদর্শনীও। এমনিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প সম্মেলনের সঙ্গে বিশ্ববাংলা প্রাঙ্গণে চলছে হস্তশিল্পের মেলাও। তারই একফালি উঠে এসেছে কনভেনশন সেন্টারের একপ্রান্তে। সেখানে বাংলার একাধিক জেলা যেমন—মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলি, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরা। শিল্প সম্মেলনে আসা দেশি-বিদেশি অতিথিরা তাঁদের কাজের ফাঁকে একঝলক ঘুরে দেখছেন এই শিল্পের হাট। শুধু ঘুরে দেখাই নয়, কিনছেনও। ভিনদেশ থেকে আসা অতিথিরা বাংলার শিল্পীদের হাতের কাজ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। যেখানে বাংলার পটশিল্প থেকে ঝিনুকের কাজ করা সামগ্রী, দেব-দেবীর মূর্তি, কাগজের টুকরো দিয়ে ফ্রেম, তার ভিতর অসম্ভব সুন্দর ছবি, মহিলাদের পছন্দের ডোকরার গহনা, মাদুর, ঘর সাজানোর টুকিটাকি, আরও কত কী। সম মিলিয়ে শিল্প সম্মেলনের পাশাপাশি একঝলক অন্য স্বাদও মিলবে এই প্রদর্শনীতে।

বড়বাজারের নারায়ণ প্রসাদবাবু লেনে ভেঙে পড়ল বহু পুরনো বাড়ির একাংশ। ৪২ নং ওয়ার্ডে বুধবার দুপুরের ঘটনা। হতাহতের কোনও খবর নেই

থিয়েটারে এত খরচ করে না কোনও রাজ্য

শুরু হল ২৪তম নাট্যমেলা ■ উদ্বোধনে ব্রাত্য

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে শুরু হল নাট্যমেলা। বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই নাট্যমেলা চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারপারসন দেবশঙ্কর হালদার, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, হর ভট্টাচার্য, নাট্য অ্যাকাডেমির সচিব, অর্পিতা ঘোষ-সহ বিশিষ্টরা। এই নাট্যমেলায় পূর্ণদৈর্ঘ্য-স্বল্পদৈর্ঘ্য মিলিয়ে ১২০টা নাটক দেখানো হবে। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় বাদল সরকারকে নিয়ে হচ্ছে প্রদর্শনী।

রবীন্দ্র সদন, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চে দেখানো হবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক। এছাড়াও হবে নাটুকে আড্ডা। থিয়েটারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডা হবে একতারা মুক্তমঞ্চে।

■ নাট্যমেলার উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী তথা নাট্যকার ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষ, দেবশঙ্কর হালদার, হর ভট্টাচার্য, দেবকুমার হাজরা প্রমুখ। বুধবার রবীন্দ্র সদনে।

এদিন নাট্যমেলার উদ্বোধনের পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সম্পাদিত 'সাধারণ বঙ্গ রঙ্গালয়ের সার্ধশত বর্ষ' বইটি প্রকাশিত হয়। দুটি খণ্ডে প্রকাশিত এই বইতে ৭১ জন লেখক লিখেছেন।

এদিন ব্রাত্য বসু বলেন, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ এ বছর ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই নাট্যমেলা করছে। এর আগে জাতীয় নাট্য উৎসবে খরচ করেছিল ৮০ লাখ। মোট ১.৫ কোটি টাকা এক বছরে রাজ্য খরচ করেছে থিয়েটারের জন্য। এই জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্টই দাবি করেন, অন্য কোনও রাজ্যে কোনও সরকার এত টাকা ব্যয়ে করেনি থিয়েটারের জন্য।

নিউ টাউনে গ্লোবাল এআই হাব ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বুধবার বিজিবিএসের মঞ্চ থেকে নিউ টাউনের আইটিসি ইনফোটেক গ্রিন সেন্টার ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১,৬০০ কোটি বিনিয়োগে তৈরি এই ক্যাম্পাসটি ১৭ তলা এবং ১৪ লক্ষ স্কোয়ার ফিট জায়গা নিয়ে তৈরি। এখানেই হতে চলেছে সংস্থার গ্লোবাল এআই হাব। সংস্থার চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী জানান, এখানে নিমের উপর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার হচ্ছে।

একইসঙ্গে তিনি জানান, সংস্থার বাংলায় যেসব হোটেল রয়েছে তার সংখ্যা আগামী কয়েক বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে বাংলার লগ্নির মঞ্চে আর একটি সাফল্য। দ্রুতগতিতে কাজ এবং লগ্নির সুবিধা করে দেওয়ার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আর একবার নজির তৈরি করল।

পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : কর্মরত অবস্থায় আত্মঘাতী পুলিশকর্মী। বুধবার সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বিবাদী বাগে অবস্থিত নগর দায়রা আদালতে। এদিন সকালে আদালতের একতলা থেকে গুলির বিকট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। অন্য পুলিশকর্মীরা সেখানে গিয়ে দেখেন চেয়ারে রক্তাক্ত অবস্থায় বসে রয়েছেন পুলিশকর্মী গোপাল নাথ। বাড়ি মালদহের ইংরেজবাজার শহরের উত্তর কৃষ্ণপল্লী এলাকায়। কপালে গুলির ক্ষতচিহ্ন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই পুলিশকর্মী আত্মঘাতী হয়েছেন। নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়েই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আদালতের ৮ নম্বর এজলাসের বিচারকের দেহরক্ষী ছিলেন। এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পরই আদালত-চত্বর ঘিরে ফেলে পুলিশের বিশাল বাহিনী। কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল)ও সেখানে পৌঁছন। নিয়ে যাওয়া হয় স্নিফার ডগ। ওই দেহরক্ষীর কাছে ৯ এমএম সার্ভিস রিভলভার ছিল। সেই রিভলবার থেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তিনি। তাই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন লালবাজারের গোয়ন্দারা। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা ছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী দল।

ট্রেন-বিভ্রাটে যাত্রী-হয়রানি বাড়ল

প্রতিবেদন : ফের ব্যাহত রেলযাত্রা! কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে দুর্ভোগের এক শেষ। চরম বিপাকে নিত্য অফিসযাত্রীরা। বুধবার কাঁকুড়গাছিতে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে দমদম ও শিয়ালদহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল একের পর এক লোকাল ট্রেন। গন্তব্যে পৌঁছনোর তাড়ায় ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের ছুটতে হল রেললাইন ধরে। ঘণ্টাকয়েক পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের লাগাতার অনিয়মিত পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। গত সপ্তাহেই বালিগঞ্জ এবং কাঁকুড়গাছিতে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয় সোমবার ভোর পর্যন্ত। কাজ চলে টানা ৫২ ঘণ্টা। তার কয়েকদিনের মধ্যে কাঁকুড়গাছিতে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ফের ট্রেন বন্ধে ব্যাপক ক্ষুব্ধ যাত্রীরা।

রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, বুধবার বেলা ১২টা থেকে সাড়ে ১২টা নাগাদ কাঁকুড়গাছিতে পয়েন্ট বিকল হয়ে যায়। তার জেরে ১, ২ এবং ৪ নম্বর লাইনে আপ ও ডাউনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়। দমদম ছাড়িয়ে শিয়ালদহে ঢোকার আগেই পরপর দাঁড়িয়ে পড়ে দত্তপুকুর, ডানকুনি, হাসনাবাদ, গোবরডাঙা-সহ বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন। দ্রুত সমস্যা মেটাতে ম্যানুয়াল সিগন্যালিংয়ের মাধ্যমেও ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তাও ব্যস্ত অফিস টাইমে ট্রেন বন্ধে বিশেষ করে অফিসযাত্রীরা মারাত্মক সমস্যায় পড়েন। তাড়াতাড়ি অফিস পৌঁছনোর জন্য বহু যাত্রীকে ট্রেন থেকে নেমে লাইন ধরে ছুটতে দেখা যায়। ক্ষুব্ধ যাত্রীদের একটাই প্রশ্ন, আর কতদিন রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আর খামখেয়ালিপনার শিকার হতে হবে সাধারণ যাত্রীদের?

বিমানবন্দরে আগুন

প্রতিবেদন : কলকাতা বিমানবন্দরে আগুন! বুধবার দুপুরে বিমানবন্দরের কনভেয়ার বেল্টের কাছে হঠাৎই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। দমকলকে খবর দেওয়া হলেও বিমানবন্দরের কর্মীরাই মিনিট পনেরোর চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিমানবন্দরের ১০ নম্বর গেটের কাছে ঝালাইয়ের কাজ চলছিল। সেখান থেকেই আগুনের ফুলকি ছিটকে লাগে ফ্লেক্সে। আশপাশের কয়েকটি ফ্লেক্সেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফোর্ট উইলিয়াম বদলে গিয়ে হল বিজয় দুর্গ, তীব্র অসন্তোষ

প্রতিবেদন : ইতিহাস বিকৃত করা যেন স্বভাবসিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রের! প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো ইতিহাসকে ধুলিসাৎ করে ফোর্ট উইলিয়ামের নাম পরিবর্তন করল কেন্দ্র। নতুন নামকরণ করা হল 'বিজয় দুর্গ'। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি থাকলেও প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই এই বদল অনুমোদিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরের দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশের নামও একইসঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে। সাউথ গেটের নাম বদল করে রাখা হয়েছে 'শিবাজী গেট'। আগে নাম ছিল 'সেন্ট জর্জ গেট'। কিচেনার হাউসের নতুন নাম করা হয়েছে 'মানেকশ হাউস'। স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহনকারী এই নাম পরিবর্তন নিয়ে প্রশাসনিক মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি জানান, গত বছরের ২ ডিসেম্বর এই ফোর্টের নাম পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। সরকারি ঘোষণা হয়নি তবে প্রশাসনিক কাজকর্মে 'বিজয় দুর্গ' ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দুর্গ ১৬৯৬ সালে তৈরি করেন ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়াম। তাঁর নামেই নামকরণ। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আক্রমণের মুখে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই দুর্গ। ১৭৮১ সালে লর্ড ক্লাইভ দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করেন।

শিক্ষকদের মোবাইলে নিষেধাজ্ঞা

প্রতিবেদন : শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের মোবাইল ফোনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পর্ষদ জানিয়েছে, পরীক্ষার দিনগুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের মোবাইল ফোন এবং ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেট জমা রাখতে হবে সেন্টার সেক্রেটারি বা ভেনু সুপারভাইজারের কাছে। এছাড়াও যাঁরা ফোন বা ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট আনবেন না তাঁদের লিখিতভাবে সেই মুচলেকা জমা দিতে হবে।

■ বইমেলায় জাগোবাংলা স্টলে দোলা সেনের সঙ্গে পুরপিতা ও উত্তর কলকাতা তৃণমূল যুব সভাপতি শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর লেখা সব বই কেনেন।

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দেখালেই লাগবে না বাসভাড়া

সংবাদদাতা, আরামবাগ : পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে আর বাস ভাড়া গুণতে হবে না মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। অ্যাডমিট কার্ড দেখালেই বিনা ভাড়ায় বাস পৌঁছে দেবে পরীক্ষাকেন্দ্রে। চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল হুগলির আরামবাগ বাস অ্যাসোসিয়েশন। আরামবাগ মহকুমা ও আশপাশের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে এমনই ঘোষণা করেছেন তাঁরা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য কোনও ভাড়া লাগবে না। পরীক্ষার্থীরা যেখান থেকেই ওঠুন বা নামুন না কেন তাঁদের কোনও বাস ভাড়া দিতে হবে না। অ্যাডমিট কার্ড দেখালেই মিলবে ছাড়। বুধবার আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই ঘোষণা করে আরামবাগের সাতটি বাসমালিক সংগঠনের কর্তারা। তাঁরা বলেন, পরীক্ষার দিনগুলিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে দেখলেই সেখানে বাস দাঁড়াবে এবং পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্টপেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এই ঘোষণার ফলে হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমানের কিছু এলাকার পরীক্ষার্থীরা অনেকটাই উপকৃত হবেন। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্য এই কথা বলেন।

জমি পরিদর্শনে জেলা পরিষদ

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই দখল হয়ে যাওয়া জেলা পরিষদের জমি উদ্ধারে নামল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বন ও ভূমি দফতর। বুধবার জেলার বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি-সহ জেলা পরিষদের সদস্যা উষারানি মণ্ডল, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি তুষার কান্তি, রবিউল ইসলাম, স্থানীয় প্রধান, জেলা পরিষদের আধিকারিকরা দখল হয়ে যাওয়া জমি পরিদর্শন করেন। দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের কুচিপাড়া মোড় এলাকায় জেলা পরিষদের প্রায় ৭ বিঘা জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে গিয়েছে। এদিন সেই জমি খতিয়ে দেখেন জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদল। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি জমি দখল করা যাবে না। সেই নির্দেশ মেনেই আমরা জেলা পরিষদের দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে নেমেছি। দখল হয়ে যাওয়া জমির কাগজপত্র দেখার পাশাপাশি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখছি জমির বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে ফালাকাটায় দড়ি ছিঁড়ে পড়ে জখম হন এক তরুণী। খেলা দেখানোর সময় আচমকাই ট্রাপিজের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় মাটিতে আছড়ে পড়েন তরুণী। ওই দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ হাত ভেঙে গিয়েছে

আমার বাংলা

6 February, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

বর্ডারে সমস্যায় চাষিরা

■ সীমান্তবর্তী এলাকার চাষাবাদে সসস্যায় চাষীরা। অভিযোগের স্মারকলিপি নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তাঁরা। রায়গঞ্জ ব্লকের ৪নং বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বহর, আগাবহর ও মন্নগর মৌজার কৃষকরা এদিন জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ পত্র জমা দেন। তাদের দাবি বহর মৌজার তারকাঁটার বেড়া সার্ভে লাইনে সরানো। বহর বিএসএফ ক্যাম্প থেকে কৈলাডাঙ্গি মোড় পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য ৫০০ মিটার। কৃষকরা জানিয়েছেন, ১৯৯৭-৯৮ সালে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে তারকাঁটার বেড়া নির্মাণের জন্য জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজ দূর দিয়ে সার্ভে হয়েছিল। যার ফলে তারকাঁটার ভিতরে বিপুল পরিমাণ জমি রয়ে গিয়েছে। গ্রামে কোনও অনুষ্ঠান বা বিয়ে হলে বিএসএফের অনুমতি নেওয়া, গাড়িতে কিংবা ভুটভুটিতে যেকোনো পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া কিংবা বাড়িতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া। এর থেকে মুক্তি চাইছেন কৃষকরা।

কুপিয়ে খুন

■ জমি বিবাদের জেরে খুন হল এক কৃষক। তাকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচলের অন্তখেমপুর কাঁঠালপাড়া গ্রামে। মৃতের নাম সাদ্দাম হোসেন। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে আরও দুজন। জানা গেছে, এদিন সাদ্দাম নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিল। তিনি দেখেন তার জমিটি দখল করার চেষ্টা করছে জনকয়েক মানুষজন। সাদ্দাম প্রতিবাদ করলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। সাদ্দামকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন মকবুল হোসেন ও উসমান আলি নামে দুই ব্যক্তি। আহত তিনজনকে চিকিৎসার জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্তে চাঁচল থানার পুলিশ।

শহিদদের শ্রদ্ধা

■ ২০০৮ সালে বাম আমলে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন পাঁচ কর্মী। দিনহাটায় প্রতিবছর দিনটিতে শহিদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান উদয়ন গুহ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয় ও দিনহাটা শহরে মিছিল করেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

ব্যর্থ বিএসএফ, ফের অশান্ত সীমান্ত

প্রতিবেদন : থামেনি অনুপ্রবেশ। ব্যর্থ বিএসএফ। সীমান্তে অব্যাহত অশান্তি। বুধবার ভোরেও দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর সীমান্তেও অনুপ্রবেশের কারণে চাঞ্চল্য ছড়াল। চলল গুলি। এদিন ভোরে পাঁচ বাংলাদেশি অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এক জওয়ানের রাইফেল ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। হামলার মুখে বিএসএফ গুলি চালায়। এতে মহম্মদ আলাউদ্দিন নামে এক বাংলাদেশি তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়। সংঘর্ষে এক এক জওয়ানও জখম হয়েছেন বলে খবর। কী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশিরা ভারতে ঢুকেছিল, সেই বিষয়ে বিএসএফের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা সীমান্ত টপকে এপারে এসেছিল। ঘটনার পর সীমান্তে বিএসএফের তরফে

গঙ্গারামপুর

নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বার বার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে অশান্ত হয়ে উঠছে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা। মালদহের শুকদেবপুর থেকে শুরু করে কোচবিহার, উত্তদিনাজপুর এমনকী দক্ষিণের পেট্রাপল সীমান্তেও ঘটেছএ অশান্তির ঘটনা। সীমান্ত সামাল দিতে ব্যর্থ বিএসএফ এই অভিযোগ তুলে নিরপত্তার জন্য নিজেরাই বেরা দেওয়ার কাজে নেমেছেন গ্রামবাসীরা, সম্প্রতি নজরে এসেছে এমন ঘটনাও। মালদহের শুকদেবপুর সীমান্ত একাধিকবার উত্তপ্ত হয়েছে। চলেছে গুলি। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। থামেনি অনুপ্রবেশ। বাড়েনি নিরাপত্তা। বুধবার একতই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তা ফের প্রমাণ করল। যদিও এই ঘটনার পরও আগের গুলির মতই মুখে কুলুপ এঁটেছে বিএসএফ। কোনও নড়চড় নেই কেন্দ্রেরও। এখন প্রশ্ন উঠেছে তবে কি অনুপ্রবেশ চলতেই থাকবে? সাধারণ মানুষের নিরপত্তার ভার কে নেবে?

আগুনে পুড়ে ছাই দুই জেলার ১১টি দোকান

■ আলিপুরদুয়ারে দাউদাউ করে জ্বলছে দোকান। মঙ্গলবার রাতে।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি : একই দিনে দুই জেলায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১১টি দোকান ও একটি বাড়ি। মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফিডার রোডের পাশে একটি শপিং মলের কাছে আগুন লাগে। পুড়ে যায় আটটি দোকান ও একটি বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। জল শেষ হয়ে যাওয়ায় পাশের শপিং মল থেকে জল নেওয়া হয়। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রায় চার ঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তী ঘটনাটি ঘটে ওই জলপাইগুড়ি জেলার ফাটাপুকুর এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে। খবর পেয়েই শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। মঙ্গলবার রাতের এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় তিনটি দোকান। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলিতেও। টায়ার পোড়ার জন্য কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। জেসিবি নিয়ে এসে দোকানের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে আগুন নেভান দমকল কর্মীরা।

সংগঠনকে মজবুত করতে মহিলা তৃণমূলের কর্মসূচি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করল জেলা মহিলা তৃণমূল। জেলার প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রে বুথ স্তরে মহিলাদের সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে দলের সাংগঠনিক মন্ত্রে দীক্ষিত ও প্রতি বুথে রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী মহিলা ব্রিগেড তৈরি করতে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে ফালাকাটা ড্রামটিক হলে বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হল দীক্ষা ও আলাপচারিতা কর্মসূচি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা উপ নির্বাচনে বিশাল ব্যাবধানে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। আর সেই জয়ে বিরাট ভূমিকা রেখেছে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী প্রচারে একেবারে ভোটারদের

■ কর্মসূচির সূচনায় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অন্দর মহলে গিয়ে ভোট প্রচার করেছে দলের মহিলারা। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড যাতে আরও শক্তিশালী হয় প্রতি বুথে, সেই লক্ষেই কাজ শুরু করেছে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন দীপিকা রায় জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ও মানুষের পাশে থাকার মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা। দিদির নির্দেশে প্রতি বুথে তাই মহিলা সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

পথ-নিরাপত্তায় সাইকেল র‍্যালি কলকাতা-শিলিগুড়ি

■ শিলিগুড়িতে র‍্যালির ট্যাবলো।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পথ-নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা ট্রাফিক হেডকোয়ার্টার। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালির মধ্য দিয়ে পথ-নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা হল সাধারণ মানুষকে। জানা যায়, রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অন্তর্গত এই র‍্যালিটি গত জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখে শুরু হয়ে আজ শিলিগুড়িতে এসে শেষ হল। গত ৮ দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পথ-নিরাপত্তার বিষয়ে সাধারণ মানুষদের সচেতন করে এই র‍্যালিটিতে অংশগ্রহণকারীরা। পাশাপাশি জানা যায় এই সাইকেল র‍্যালিটিতে মোট ২৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। বিগত আট দিনের সফর সেরে বুধবার এই সাইকেল র‍্যালি পুলিশ কমিশনার মাঠে পৌঁছালে তাদেরকে স্বাগত জানাতে পুলিশ কমিশনার মাঠে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক মজুমদার-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকেরা ও পুলিশ কর্মীরা। এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সাইকেল চালিয়ে আসা ব্যক্তিদের ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান। পুলিশ জানিয়েছে, সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নেওয়া হয়েছে সাইকেল র‍্যালির উদ্যোগ।

বনদফতরের বিশেষ উদ্যোগ, দত্তক নেওয়া যাবে কুনকি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বনদফতরের বিশেষ উদ্যোগ। এবার দত্তক নেওয়া যাবে কুনকি হাতি। বনদফতরের এই বিশেষ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমীরাও। বনদফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলিতে প্রায়ই হাতি বেরিয়ে গিয়ে ক্ষতি করে মানুষের। মানুষের সাথে সে সময় হাতির লেগে যায় খণ্ডযুদ্ধ একপ্রকার। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে হাতি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নিতে চলেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকা ২৭টি কুনকি হাতির দত্তক দেওয়া হবে বলে জানা যায়। এই কুনকি হাতিরাই যেমন নজরদারি চালায় জঙ্গলে তেমনই গ্রামে

কোনও বন্যপ্রাণী বেরিয়ে গেলেই তাকে বনে ফেরায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই হাতিরাই। যে হাতিপ্রেমী মানুষেরা হাতি পুষতে চান তাঁদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে হাতিদের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে ওষুধপত্র ও দেখভালের জন্য যে টাকা খরচ করা হয় তার ভার। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানিয়েছেন, 'হাতি দত্তক নিতে হলে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। তারপর সবদিক বিবেচনা করে অনুমতি মিললেই নেওয়া যাবে হাতি দত্তক। এক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক হাতির জন্য বছরে বহন করতে হবে দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা, সাব-অ্যাডাল্ট হাতির জন্য এই পরিমাণটা বছরে এক লক্ষ নব্বই হাজার ও শাবকের জন্য এই পরিমাণটা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা।

আমার বাংলা
6 February, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিনভর পুলিশি অভিযানে ধৃত ৭ দুষ্কৃতী

উদ্ধার অস্ত্র, রোখা গেল ডাকাতি, গরুপাচার

সংবাদদাতা, সিউড়ি : অপরাধীদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে বীরভূম জেলা পুলিশ চালাচ্ছে ম্যারাথন অভিযান। দিনভর পুলিশি অ্যাকশনে দুবরাজপুরে ডাকাতির ছক বানচাল করল এবং রামপুরহাটে গরুপাচার রুখে দিল পুলিশ। পাশাপাশি সাঁইথিয়ায় নকল সোনার কয়েন পাচারের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুবরাজপুর থানার যশপুরের কাছে একটি জঙ্গলে সাত-আটজন দুষ্কৃতী ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয় বলে দুবরাজপুর থানায় খবর আসে। এরপরেই নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে ডাকাতের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুষ্কৃতীদের তাড়া করলে বেশ ক'জন পালিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তিনজন। তাদের কাছ থেকে নাইলনের দড়ি, লোহার রড, একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। অপরদিকে রামপুরহাটের আইসি সুকোমল ঘোষের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী রুখে দিল গরুপাচার। নারায়ণপুর মিশনপাড়ায় একটি ম্যাটাডরে গরুগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ চালককে গ্রেফতার করে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে গরুগুলো কোথা থেকে নিয়ে এসে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল। পাশাপাশি রামপুরহাট থানার পুলিশ গরুর হাট মোড় থেকে আলিমুদ্দিন শেখ নামে এক ব্যক্তিকে

সিউড়ি

■ বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র

অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করে। পুলিশের হাতে ধৃত আলিমুদ্দিন ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় ছিল এমনটাই দাবি পুলিশের। নকল সোনার কয়েন পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ স্থানীয় বাতাসপুর গ্রামের দুই দুষ্কৃতী শেখ সালাম ও শেখ সুজলকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাঁইথিয়া থানার ওসি বন্ধন দেওঘরিয়ার নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী বাতাসপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই দুই কুখ্যাত নকল সোনার কয়েন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘদিন ধরে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নকল সোনার কয়েনের প্রলোভন দেখিয়ে লোক ঠকানোর কাজের। বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, পুলিশি অভিযান চলবে। এই ধরনের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া আইনি ব্যবস্থা নেবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় যা যা করণীয় পুলিশ তাই করবে।

প্রাথমিক থেকেই খুদেদের স্কুলমুখী করতে মহকুমা স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, মহিষাদল : প্রাথমিক বিভাগ থেকেই ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে রাজ্যের তরফে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে ক্রমে কমছে স্কুলছুটের সংখ্যা। এবার ছাত্রছাত্রীদের আরও আগ্রহী করে তুলতে আয়োজন হল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার। বুধবার মহকুমা স্তরে শুরু হল মহকুমা প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বুধবার হলদিয়া মহকুমার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মহিষাদলের রাজ ময়দানে। মহিষাদল পূর্ব চক্রের আয়োজনে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সহযোগিতায়। বুধবার

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মহিষাদলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) চন্দ্রশেখর জাউলিয়া, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানসকুমার পণ্ডা, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ক্রীড়া কমিটির জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর সুমন সাঁতরা-সহ অন্যরা। হলদিয়া মহকুমার ৮টি চক্র থেকে বিভিন্ন প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসার (প্রাথমিক) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ৩৪টি বিভাগে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৮ তারিখ মহকুমা স্তরের সেরারা জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বিধায়ক জানান, বাম আমলের থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক আধুনিক হয়েছে তৃণমূল আমলে। তাই পড়ুয়াদের আগ্রহ বেড়েছে।

যাত্রী নিরাপত্তা, বহিরাগত টোটো নিয়ন্ত্রণে কিউ আর কোড চালু

সিউড়ি পুরসভা

সংবাদদাতা, সিউড়ি : যাত্রী নিরাপত্তা এবং বহিরাগত টোটো নিয়ন্ত্রণে এবার কিউ আর কোড লাগিয়ে চিহ্নিতকরণ শুরু করল সিউড়ি পুরসভা। বুধবার পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নিজেই প্রায় ২০০ টোটোর গায়ে কিউ আর কোড লাগালেন। ধাপে ধাপে আরও ২৮০০ টোটোয় কোড লাগানো হবে। দীর্ঘদিন ধরে সিউড়ি পুর এলাকায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে অত্যাধিক পরিমাণে টোটোর দাপটে শহরে নিত্যদিন যানজটের শিকার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ থেকে সরকারি কর্তারা। যানজটে নাকাল মানুষের দীর্ঘ অভিযোগ আসায় নড়েচড়ে বসে বীরভূম জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বিধান রায়, পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে শহরকে যানজট মুক্ত করার পরিকল্পনা নেন। একাধিক বৈঠকের পরে সিদ্ধান্ত হয় শহর এবং শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকার টোটোচালকদের যাত্রী পরিবহণের অনুমতি দেওয়া হবে পুরসভা থেকে। সংখ্যাটা কোনওমতেই ৩০০০ পেরোবে না। এরপর সিদ্ধান্ত হয় শহরের রাস্তায় যাতে প্রতিদিন একসঙ্গে তিন হাজার টোটো না নামে সেই কারণে জোড় ও বিজোড় সংখ্যা লাগানো হবে টোটোর গায়ে। যেদিন জোড় সংখ্যার টোটো রাস্তায় নামবে, সেদিন বিজোড় সংখ্যার টোটো নামবে না। এতে সব টোটোচালকই বেশি যাত্রী পাবেন, আর্থিক লোকসানও হবে না। এভাবে টোটোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দুর্ঘটনাও কমবে বলে পুরপ্রধানের দাবি।

■ টোটো চিহ্নিতকরণে পুরপ্রধান।

শুরু হচ্ছে দেউচা-পাঁচামির কাজ

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো তৎপর জেলা প্রশাসন

■ জেলাশাসকের নেতৃত্বে সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক। বুধবার রাতে।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : দেউচা-পাঁচামি কয়লাশিল্প শুরু হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই তৎপর বীরভূম জেলা প্রশাসন। বুধবার রাতে সার্কিট হাউসে জেলাশাসক বিধান রায়ের নেতৃত্বে ম্যারাথন বৈঠক হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আমনদীপ, অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা, সদর মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিনহা, মহম্মদ বাজারের বিডিও অভিষেক মিশ্র, আইসি অরূপ দত্ত-সহ অন্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক বলেন, দেউচা-পাঁচামি কয়লাশিল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতোই বাস্তবায়ন করার দিকে এগিয়ে যাব। মন্ত্রী বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পে দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থানে নিয়ে যাবেন। দেউচা-পাঁচামি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে বহুগুণ এগিয়ে দিয়েছে। আমরা আশাবাদী, দ্রুত এখান থেকে কয়লা উঠবে এবং লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হবে।

সবুজসাথী সাইকেল পেল প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রীরা

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সরকারি সভা থেকে ফেরার পথে প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুকন্যা পড়ুয়াদের হেঁটে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের প্রশ্ন করে জানতে পারেন, দূরদূরান্ত থেকে হেঁটে ফেরার কারণ আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাদের পরিবার সাইকেল কিনে দিতে পারেনি। তখনই মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় আসে ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল দিতে চালু করবেন সবুজসাথী প্রকল্প। বুধবার কালিগতির স্মৃতি নারী শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রীদের হাতে সেই সাইকেল তুলে দিলেন স্কুলের শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষিকা জামিলা বুলান্দ আখতারি বলেন, ১৪৪ জন ছাত্রীর হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হল বুধবার। দশম শ্রেণির গোপা মাল জানায়, আমরা অত্যন্ত খুশি মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকায়। মহিলাদের স্বনির্ভর করতে তিনি সাইকেল থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সূচনা করেছেন। সেজন্য আজ রাজ্যের বহু পিছিয়ে পড়া মহিলা স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন। জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ জানান, জেলায় প্রায় ৫০ হাজার সাইকেল বিলি হবে সবুজসাথী প্রকল্পের আওতায়।

■ কালিগতি স্মৃতি নারী শিক্ষা নিকেতনে সাইকেল বিলি।

প্রেমে প্রত্যাখ্যান, ২ বান্ধবীকে খুন করে ধৃত

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : বারবার প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে মিলছিল প্রত্যাখ্যান। প্রতিশোধ নিতে দুই বান্ধবীকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খুন করে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে অভিযুক্ত যুবক আকাশ সামন্ত। সে একজন নির্মাণশ্রমিক। চণ্ডীপুরের বিরামপুর এলাকার শ্রাবণী ভুঁইয়া ও নীলা ভুঁইয়া একে অপরের বান্ধবী। তারা দশম শ্রেণিতে পড়ত স্থানীয় বরজ হাই স্কুলে। ধৃত আকাশ বারবার প্রেমের প্রস্তাব দিলেও সাড়া দিচ্ছিল না শ্রাবণী। শেষমেশ ক্ষিপ্ত আকাশ চিরতরে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে খুনের পরিকল্পনা করে। গত ১৮ জানুয়ারি দুই বান্ধবীকে বিষ মেশানো ঠান্ডা পানীয় খাওয়ায় আকাশ। ফলে বমি ও পেটখারাপ শুরু হওয়ায় তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করায় তিনদিন আগে মৃত্যু হয় শ্রাবণীর। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে মৃত্যু হয় সহপাঠী নীলার। ধৃত আকাশের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছে আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

6 February, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

পশ্চিম মেদিনীপুরের কুশবসান বাখরাবাদ এবং হেমচন্দ্র পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সরস্বতী পুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ১২ ছাত্রছাত্রী। বেনাপুর রেলস্টেশন থেকে নিখোঁজ ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে বেলদা পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেয় বুধবার

■ সাঁইথিয়ায় গোপীনাথ মন্দিরের উদ্বোধনে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের (এসআর ডিএ) চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলের হাতে রুপোর বাঁশি তুলে দিলেন সাঁইথিয়ার পুরপ্রধান বিপ্লব দত্ত।

তালা, আলমারি ভেঙে চুরি সাড়ে ৬ লক্ষের গয়না-টাকা

■ মঙ্গলবার গভীররাতে চুরির ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রাম পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বলরামডিহিতে। বাড়ির মালিক রবি সাহা নিজের চিকিৎসার জন্য স্ত্রী সুমিতা সাহাকে নিয়ে সোমবার বিকেলে ভুবনেশ্বরে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ডাক্তার দেখিয়ে ট্রেনে রাত দুটোর সময় খড়্গপুর স্টেশনে এসে নামেন। বুধবার সকালে ঝাড়গ্রামে পৌঁছন। বাড়িতে পৌঁছে দেখেন গেটে লাগানো তালা ভাঙা অবস্থায় মাটিতে পড়ে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখেন প্রতিটি রুমে লাগানো ৬টি তালা ভেঙে, চারটি আলমারি ভেঙে গহনা ও নগদ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার জিনিস দুষ্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। বিষয়টি ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাড়িতে কেউ না থাকার ফলে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে চুরি করেছে বলে স্থানীয়রা জানান।

সবুজায়নের লক্ষ্যে বর্ধমানে ম্যারাথন

■ ৮ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরে প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সবুজায়নের লক্ষ্যে ম্যারাথন দৌড়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ম্যারাথন অর্গানাইজেশনের সদস্যরা জানান, বুধবার অংশ নিতে নথিভুক্তিকরণের শেষ দিন ছিল। প্রায় ৩০০ জন অংশ নিতে চলেছেন। এর মধ্যে বয়স্ক থেকে ছোটরাও থাকছে। অংশ নিতে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড থেকেও অনেকে হাজির হবেন। বর্ধমানের উল্লাস থেকে শুরু হয়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল মাঠে শেষ হবে প্রায় ৫ কিমির এই দৌড়। রান ফর গ্রিন বর্ধমান স্লোগানকে সামনে রেখে হবে এই দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রথম স্থানাধিকারী ২০, দ্বিতীয় ১০ এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী পাবেন ৫ হাজার টাকা। সবথেকে কনিষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ স্থানাধিকারীকে ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তারা।

ভোটের আগেই মাঠ থেকে হাওয়া বিরোধী রাম-বামেরা

বিনা লড়াইয়ে সমবায়ে বোর্ড তৃণমূলের

কেশপুর

সংবাদদাতা, কেশপুর : কেশপুর ব্লকের বুড়াপাট সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন বন্ধ ছিল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। অবশেষে পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হতেই দেখা যায়, সমবায় সমিতির ৯ আসনে তৃণমূল ছাড়া আর কোনও দল প্রার্থী দিতেই পারেনি। অথচ ১৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন সমবায় কর্তৃপক্ষ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র তৃণমূলের পক্ষ থেকে ৯টি আসনের জন্য মনোনয়ন জমা করা হয়। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও বিরোধী প্রার্থী হিসাবে কেউই মনোনয়ন জমা করেননি। ফলে সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর ৯টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। নবনির্বাচিত সমবায় সমিতির সম্পাদক রবিলোচন চৌধুরি বলেন, উন্নততর সমবায় পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে আমরা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে যে পরিষেবা দিয়ে এসেছি, আগামী দিনে আরও ভালভাবে সেই পরিষেবা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সদাতৎপর থাকব। অন্যদিকে কেশপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা জানান, দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সমবায় সমিতির নির্বাচন বন্ধ ছিল। অবশেষে রাজ্য সরকারের নির্দেশে সমবায় সমিতির নির্বাচন শুরু হয়েছে। আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে বুড়াপাট সমবায় সমিতিতে ৯টি আসনেই মনোনয়ন জমা করি। কোনও বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন না জমা দেওয়ায় সব ক'টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলাম। বুধবার সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন হল। আগামী দিনে সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষ সরকারি পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পাবেন।

■ বুড়াপাট সমবায় সমিতির বোর্ড গঠন উপলক্ষে জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা।

লাভপুর থেকে আসানসোল শুরু সরকারি বাস পরিষেবা

সংবাদদাতা, লাভপুর : একদিকে কলকাতায় যখন বিজনেস গ্লোবাল সামিট চলছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য রাখছেন ঠিক সেই সময়ে বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ লাভপুর থেকে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম শিল্পাঞ্চল আসানসোল অবধি বাস পরিষেবা শুরু হল বুধবার। লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, দুর্গাপুর এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এলাকার বহু মানুষ কর্মসূত্রে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে লাভপুরবাসীর দাবি ছিল, লাভপুর থেকে সরাসরি আসানসোল অবধি সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার। পরিবহণমন্ত্রীকে সেই মোতাবেক আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে লাভপুর-আসানসোল বাস লাভপুরের মানুষকে উপহার দিতে পারলাম। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রতিদিন সকালে লাভপুর থেকে বাসটি ছেড়ে আসানসোল পৌঁছবে সকাল দশটায়। আবার ওখান থেকে বিকেলবেলায় ছেড়ে লাভপুর পৌঁছবে রাতে।

■ সবুজ পতাকা নেড়ে বাসযাত্রার শুরু।

খারিজ মামলা আজ শুনানি

প্রতিবেদন : আরজি করের আর্থিক অনিয়ম মামলায় সন্দীপদের বিরুদ্ধে চার্জগঠনে আর কোনও বাধা রইল না। বুধবার ফের হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গেল সন্দীপ-সুমনের আবেদন। সিবিআই যে ১৫ হাজার পাতার চার্জশিট দিয়েছে, সেই বিরাট চার্জশিট দেখতে সময় লাগছে বলে চার্জ গঠন আরও পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ ও সুমন হাজরা। এর আগেও সন্দীপের এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। এদিনও একঘণ্টার শুনানি শেষে সন্দীপ-সুমনের মামলা খারিজ করে দ্রুত চার্জ ফ্রেমের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে শুরু হবে চার্জগঠনের শুনানি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিখরচায় বাসের ব্যবস্থা প্রশাসনের

■ পরিবহণকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এডিএম।

সংবাদদাতা, তমলুক : ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ শুরু হবে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে পরীক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর বিষয়ে বুধবার জেলা প্রশাসনের তরফে হল বিশেষ বৈঠক। পরিবহণ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বাসে যাতায়াত করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। জেলার বাস ইউনিয়নগুলির সঙ্গেও বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড দেখালেই পরীক্ষার দিনগুলি বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। এমনকী পরীক্ষার দিনগুলিতে রাস্তাঘাট যানজটমুক্ত রাখতে ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা রাখার আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসন।

■ চন্দ্রকোনা কলেজে নবীনবরণ উৎসব ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৈয়দ মিলু-সহ অন্যরা।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ জয়ে সাড়া ফেললেন ঘাটালের আবির

সংবাদদাতা, ঘাটাল : একের পর এক পর্বত জয় করে ঘাটাল তথা দাসপুরের যুবক পর্বতারোহী আবির হুদাইত গোটা মহকুমায় ইতিমধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। দাসপুর ২ ব্লকের জোত ঘনশ্যাম গ্রামে তথ্য ও প্রযুক্তির কাজের সঙ্গে যুক্ত আবিরের বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর শখ পাহাড়ে ওঠার। তাই মাঝেমধ্যেই কাজের ফাঁকে পর্বতশিখরে পৌঁছানো নিয়ে খুঁটিনাটি গবেষণা করতেন। ২০২৩ সালে নেপালের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে চড়ে প্রথম সাফল্য পান। এরপর লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্বের সর্বোচ্চ ভলকানিক পর্বত ওজোস ডেল সালাদো জয়। এই উদ্দেশ্যে গত ২৬ জানুয়ারি তিনি সেখানে পাড়ি দিয়ে মঙ্গলবার সেই পর্বত জয় করে ঘাটাল তথা দাসপুরের নাম উজ্জ্বল করেন আবির। ফলে ভীষণ খুশি এলাকার মানুষ। আবিরের বাবা আশিস হুদাইত একজন রাজনীতিবিদ। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকেই আবির একটু ভিন্ন চরিত্রের। নিজের মতো করেই থাকত। এই জয়ে যেমন আমরা খুশি, তেমনই রাজ্যের মানুষও প্রশংসা করছেন তাকে। আবিরের এই অভিযানে সঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বাগনানের দুই তরুণ পর্বতপ্রেমী।

আমার বাংলা
6 February, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, বানারহাট হাসপাতাল উন্নয়নে ৩০ কোটি বরাদ্দ

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

বানারহাটে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ব্লক হাসপাতালের। এদিন এই ঘোষণায় মিলল সিলমোহর। ৩০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করে তৈরি হবে বানারহাট হাসপাতাল। এই নির্দেশ আসতেই আপ্লুত ধূপগুড়ির বিধায়ক প্রফেসর নির্মলচন্দ্র রায়। চা-বাগান ঘেঁষা এই ছোট্ট জনপদে সবচাইতে বেশি বসবাস করেন আদিবাসী পরিবারের মানুষেরা। তাই এই এলাকার সাধারণ মানুষকে যাতে যেকোনও সময় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা

দেওয়া যায় তাই বানারহাট হাসপাতালকে আরও উন্নত করবার পরিকল্পনা করে রাজ্য সরকার। জানা যায় এদিন ব্লক হাসপাতাল হিসেবে বানারহাট হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নয়নের জন্য ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ এসে পৌঁছেছে জেলাশাসকের দফতরে। আর এই খবর চাউর হতেই স্বাভাবিকভাবেই খুশি বানারহাট এলাকার মানুষ। বানারহাটের বাসিন্দা অভিষেক সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়ে কথা রাখলেন আর আমাদের রাতের বেলায় ছুটে যেতে হবে না অন্য কোথাও চিকিৎসা করাতে। অসংখ্য ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে ও আমাদের বিধায়ককে। ধূপগুড়ির বিধায়ক প্রফেসর নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তাই করে দেখান, তার প্রমাণ মিলল আবারও। উন্নয়নের পরেই হাসপাতালে যোগদান করবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

কৃষকদের পাশে

■ কৃষকদের পাশে রাজ্য সরকার। কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ব্লক কৃষি দফতরের উদ্যোগে তুলে দেওয়া হল কৃষকদের। বুধবার ইটাহারে। ব্লকের কৃষকের আবেদনের ভিত্তিতে ইটাহার ব্লকের ৭৬ জনকে কৃষিকাজে ধান কাটা, ধান মারা, জলসেচ-সহ নানা ধরনের যন্ত্রাংশ সরকারি ভাবে ৫০% ভরতুকিতে দেওয়া হয় বলে জানান ব্লক-সহ কৃষি অধিকর্তা গৌরব সাহা। ছিলেন স্বরূপ মজুমদার, ওপেন কিস্কু প্রমুখ।

নিরাপত্তায় অভিযান

■ জেলা প্রশাসনের নির্দেশে দুর্ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়কে সংলগ্ন এলাকায় পুরপ্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযান। ডালখোলা বাইপাসের উত্তর ডালখোলা এলাকায় সার্ভিস রোড থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সড়কে থাকা ডিভাইডারে বেআইনি কাট বানিয়ে সেদিক দিয়ে যাতায়াত করা হচ্ছিল বহুদিন। যার কারণে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছিল। এছাড়া বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার অনেকটা অংশ দখল করে দোকান করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল একাধিক ব্যবসায়ী। সেই দোকানগুলিতে ভিড় হলেই দোকানে আসা মানুষজনকে প্রায় রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। এর কারণে যে কোনওসময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা লেগেই ছিল। এনিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরসভাকে রাস্তা দখল মুক্ত করা এবং বেআইনি কাট বন্ধ করার ব্যাপারে জানানো হয়।

১০ বছরের কারাদণ্ড

■ ফের জেলা পুলিশের সাফল্য। পুলিশের দক্ষতায় বিচার পেল নির্যাতিতার পরিবার। মাত্র ছয় বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে দশবছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানার নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালত। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে চারলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে ঘটনাটি ঘটেছিল জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পেশায় স্কুল ভ্যান চালক। তার ভ্যানে করেই স্কুলে যেত ওই নাবালিকা। তখনই শিশুকে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। পরদিন মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ, গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।

লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কল্যাণীতে মুরগির মাংসের নয়া প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র রাজ্যের

প্রতিবেদন : মুরগির মাংসের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে অত্যাধুনিক মানের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস থেকে আনা যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত প্রায় ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নদিয়ার কল্যাণীতে এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০২৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই এই কারখানা তৈরি হয়ে যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হরিণঘাটা মিটের বিপণি থেকে উন্নতমানের এই মাংস বিক্রি করা হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে মোট দু'টি মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য তৈরি করা হয়। নতুন কেন্দ্রটি তৈরি হলে সেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার মুরগির মাংস প্রক্রিয়া করা যাবে। এর ফলে রাজ্যে মুরগির মাংসের জোগান অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরেও প্রসেসড চিকেন পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর।

কাত্যায়নী দুর্গার আরাধনায় মাতলেন আমতাবাসী

সংবাদদাতা, হাওড়া : অষ্টাদশভুজা কাত্যায়নী দেবী দুর্গার অকালবোধনকে ঘিরে মেতে উঠেছেন আমতার কুরিট গ্রামের হাজারো মানুষ। বুধবার সপ্তমীর পুজোকে ঘিরে দিনভর ছিল সাজো সাজো রব। সন্ধ্যায় পুজো প্রাঙ্গণে বসা মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। এলাকাবাসীদের কাছে এটাই কার্যত শারদোৎসবের সমান। এমনটাই চলে আসছে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। খরা ও শস্যহানির হাত থেকে বাঁচতে এলাকার মানুষ ঋষি কাত্যয়নের মন্ত্রপূত অষ্টাদশভুজা দেবী দুর্গার পুজো শুরু করেছিলেন। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনের মাধ্যমে কুরিটের তারাময়ী আশ্রম সংলগ্ন মাঠে পুজোর সূচনা হয়। তন্ত্রমতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে পুজো হয়। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা উত্তমকুমার কোলে

জানালেন, এই কটা দিন গ্রামের প্রতিটা মানুষ আনন্দে মাতেন। কর্মসূত্রে বাইরে থাকা মানুষজন এইসময় নিজেদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। আশ্বিন মাসে এখানে দুর্গাপুজো হয় না। পরিবর্তে মাঘ মাসে দেবীর এই অকালবোধনই এলাকাবাসীদের কাছে শারদোৎসব তুল্য।

এআই হাব ও সৌরশক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ

(প্রথম পাতার পর)

বাংলার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আম্বানি-পরিবারের। বাংলার রিলায়েবল পার্টনার রিলায়েন্স। বাংলার লক্ষ্য সোলার বাংলা সোনার বাংলা। আমাদেরও লক্ষ্য। কারণ আপনাদের বেঙ্গল, আমাদের বেঙ্গল।

মুকেশ আম্বানি এদিন আরও বলেন, বিশ্বমঞ্চে যাবে বাংলার জামদানি শাড়ি। এই বস্ত্রশিল্পেও বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স। এছাড়াও বিনিয়োগ করা হবে জুট, খাদি, ফুড সেক্টরেও। সারা বিশ্বে বিপণন হবে তাঁদের উৎপাদন। এনার্জি সেক্টরেও বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স।

রিলায়েন্স-কর্তা আরও জানান, দেশে সবথেকে বেশি ব্যবহার হয় জিও ডেটা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ারও কাজ শুরু। বর্তমানে বিশ্বে এক নম্বর জিও। আগামী তিন বছরে জিও-র আরও ৪০০ স্টোর হবে বাংলায়। বাংলায় মোট ১৩০০ রিলায়েন্স স্টোর রয়েছে। তা বেড়ে ১৭০০ হবে। কলকাতায় সবথেকে বেশি জিও গ্রাহক রয়েছেন। কলকাতার জিও গ্রাহকদের ধন্যবাদ। আগামী বছর কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন চালু হয়ে যাবে। আগামী ৯ মাসে এআই ডেটা সেন্টার তৈরি হবে কলকাতায়। কালীঘাট মন্দির সংস্কারেও রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন এগিয়ে এসেছে। বাংলায় লগ্নি তাঁদের কাছে আবেগের সমান। এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দিনে ৬৪ হাজার স্টেপ হাঁটেন! দিদিকে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

হাওড়ার ডোমজুড়ে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার ডোমজুড় থানার গয়েশপুরে নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। বুধবার এই ঘটনায় এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢাকা দেওয়া ওই সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। মঙ্গলবার সেই গন্ধ আরও বাড়ায় পুলিশে খবর দেন বাসিন্দারা। রাতেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এরপর বুধবার সকালে ফের পুলিশ আসে। ডোমজুড় থানার পুলিশ ট্যাঙ্ক খুলে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, এই বাড়িতে কাজ করা এক কারখানার কর্মী লক্ষ্মণ গুপ্তা কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন। দু'দিন আগে কারখানার মালিকও কারখানা বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। নিখোঁজ ওই ব্যক্তির খোঁজে নেমেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দেহ ওই ব্যক্তিরই কি না তাও জানার চেষ্টা করছে ডোমজুড় থানা। ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা নিখোঁজ লক্ষ্মণের পরিবারকে খবর দিয়েছে পুলিশ।

জঞ্জাল সংগ্রহে ব্যাটারি গাড়ি

সংবাদদাতা, হাওড়া : জগৎবল্লভপুর ব্লকের প্রতিটি এলাকায় বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েতকে ব্যাটারিচালিত গাড়ি দেওয়া হল। এখন থেকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ওই গাড়িতে গ্রামীণ এলাকায় 'ডোর-টু-ডোর' বর্জ্য-আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে। এই উপলক্ষে বুধবার জগৎবল্লভপুরে আয়োজিত ব্লক সংসদে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়ার জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে এলাকার ১৪ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষকে ট্রাই-সাইকেল বিতরণও করা হয়।

লগ্নিতে টাটাও আগ্রহী : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তিনি বলেন, টাটাদের তিনি অনুরোধ করেছেন, কলকাতা থেকে ইউরোপে সরাসরি উড়ান চালু করতে। তাঁর এই প্রস্তাবে টাটা গোষ্ঠী নিমরাজি নয় বলেই মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে। তাঁর কথায়, ওঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার বিষয়টি পজিটিভ বলেই মনে হয়েছে। বিজিবিএস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চন্দ্রশেখরণজির বিশেষ কাজ থাকায় তিনি আসতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। তবে তাঁদের সিইও-সহ কয়েকজনের একটি টিম পাঠিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলন্ত অটোয় তুলে পরিযায়ী শ্রমিক এক তরুণীকে যৌননির্যাতন করা হল চেন্নাইয়ে। ৩ অভিযুক্তকে ৩ দিন পরেও ধরতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্রে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য দেখা দেয় চেন্নাইয়ে

দিল্লি দরবার

পুলিশের কাছে অকপট স্বীকারোক্তি

মোদিরাজ্যে হার ছিনতাই করে ধৃত বিজেপি নেতার ছেলে

প্রতিবেদন: সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ধৃত ছিনতাইবাজ। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল। আমেদাবাদে এক ৬৫ বছর বয়সী মহিলার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতার ছেলে। প্রদ্যুম্ন সিং নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে আমেদাবাদ পুলিশ। ঘটনাচক্রে গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশ দুটোই বিজেপি শাসিত রাজ্য।

অভিযোগকারিণী বাসন্তীবেনের দায়ের করা এফআইআর অনুসারে, ২৫ জানুয়ারি যখন তিনি মন্দির থেকে ফিরছিলেন, তখন এক দুষ্কৃতী তাঁর সোনার মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। ওই মঙ্গলসূত্রের মূল্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

গ্রেফতার করা হয় মধ্যপ্রদেশের নিমুচ জেলার মালাহেরা গ্রামের বাসিন্দা প্রদ্যুম্নকে। তখনই জানা যায় গুণধরের পরিচয়। ছিনতাইকারী আসলে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক বিজেন্দ্র সিং চন্দ্রাবতের ছেলে। পরে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিজেন্দ্র সিং। পুলিশকে প্রদ্যুম্ন জানায়, সে ছিনতাইবাজ নয়। বাবার বাড়ি ছেড়ে আমেদাবাদে এসে ১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতনের চাকরি নিয়েছিল সে। বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তার অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই খরচ মেটাতে চুরি করা শুরু করে বলে পুলিশকে জানায় প্রদ্যুম্ন।

১০৪ অবৈধ ভারতীয় অভিবাসী নিয়ে মার্কিন সামরিক বিমান অমৃতসরে

প্রতিবেদন : আমেরিকায় বেআইনি ভাবে বসবাসকারী ১০৪ জন ভারতীয়কে নিয়ে অবশেষে অমৃতসরে পৌঁছল মার্কিন সেনাবাহিনীর বিমান। মার্কিন সেনার বিমানটি বুধবার দুপুরে অমৃতসরের শ্রীগুরু রামদাসজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছয়। মঙ্গলবার আমেরিকার টেক্সাস থেকে এই বিমানটি রওনা দেয়। বুধবার সকালে অমৃতসরে পৌঁছনোর কথা ছিল। তবে কয়েকঘণ্টা দেরিতে বিমানটি অমৃতসরে অবতরণ করে। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে যাদের আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ গুজরাত, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের বাসিন্দা। এরপরেই সবথেকে বেশি সংখ্যক মানুষ গিয়েছেন মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। কড়া নজরদারির মধ্যে কার্যত বন্দিদশার মধ্যে তাঁদের তোলা হয়েছিল বিমানে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পাঞ্জাব পুলিশকে আগেই সতর্ক করা হয়। অমৃতসর বিমানবন্দরে এদিন আঁটসাঁট নিরাপত্তা ছিল। প্রথম দফায় এই ১০৪ জনকে পাঠানো হল ভারতে। এরপরে আমেরিকায় থাকা আরও অবৈধবাসী ভারতীয়দের পাঠানো হবে। বুধবার দুপুর ১টা ৫৯ মিনিট নাগাদ অমৃতসরের শ্রীগুরু রামদাসজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে মার্কিন সেনার বিমানটি। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে ২৫ জন নারী, ১২ জন নাবালক-সহ ৭৯ জন পুরুষ রয়েছেন। ভারতীয় নাগরিকদের পাশাপাশি বিমানে ১১ জন ক্রু সদস্য ও ৪৫ জন মার্কিন কর্মকর্তা ছিলেন। দিল্লিতে এদিন মার্কিন দূতাবাসের এক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। পঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজিপি) মঙ্গলবার জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার ওই অবৈধবাসীদের বিমানবন্দরে গ্রহণ করবে। তাঁদের সাহায্যের জন্য একটি কাউন্টার খোলা হবে। পাঞ্জাবের প্রবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রী কুলদীপ সিংহ ঢালিওয়াল জানান, তিনি পরের সপ্তাহে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবেন। তিনি মনে করছেন আমেরিকা সরকারের এই অবৈধবাসীদের বৈধ নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত ছিল। ওই দেশের অর্থনীতিতে ভারতের অনেকটা অবদান রয়েছে।

দিনভর তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ রাজধানীতে

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির গুন্ডামি নির্লজ্জ ভোটলুঠ দিল্লির নির্বাচনে

প্রতিবেদন: দেশের রাজধানীতে চরম অবমাননা গণতন্ত্রের। আম আদমি পার্টিকে রুখতে বিজেপি বুধবার নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করল অমিত শাহর পুলিশকে। রীতিমতো তাণ্ডব চালাল গেরুয়া গুন্ডারা। প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন আপ কর্মী-সমর্থকরা। বেশ কয়েকটি জায়গায় হল দফায় দফায় সংঘর্ষ। এসব সত্ত্বেও দিল্লির ৭০টি আসনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গড় ভোট পড়েছে ৫৭.৭০%। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ৬৩.৮%। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতে ৫৭.১%। ভোট শেষ হওয়ার পরে যথারীতি বুথফেরত সমীক্ষার নামে সুপরিকল্পিত বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি।

উৎসাহী ভোটদাতাদের প্রতীক্ষা।

ভোট দেওয়ার পর সপরিবারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

দফায় দফায় সংঘর্ষ

দিল্লির সিলামপুর, চিরাগ এবং জংপুরাতে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল বেশ কিছুটা। বেলা গড়ানোর সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে

পড়ে। আপ এবং বিজেপি সমর্থকদের বেশ কয়েক জায়গায় হাতাহাতি করতে দেখা যায়। আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা ছিল রহস্যজনক। কোথাও নীরব দর্শকের ভূমিকায়, কোথাও বা আবার নির্লজ্জভাবে বিজেপির পক্ষ নিয়ে চড়াও হয় আপ সমর্থকদের উপরে। সকাল থেকে আপের কর্মীদের লাগাতার হেনস্থারও অভিযোগ আসে। আপের অভিযোগ, টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার চেষ্টায় মরিয়া বিজেপি। পুলিশের মদতে ভোটলুঠেও বেপরোয়া গেরুয়া বাহিনী। বাইরে থেকে লোকও এনেছে তারা। ভুয়ো ভোটারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সকালেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিলামপুর বিধানসভা এলাকা। শুরু হয় হাতাহাতি-ধাক্কাধাক্কি। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কংগ্রেসও। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ভোট।

এদিকে আপনেতা দীনেশ মোহানিয়ার বিরুদ্ধে এদিন থানায় এফআইআর করেন এক মহিলা। সঙ্গম বিহারের ওই আপ বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভোটের কয়েকঘণ্টা আগে প্রচারে বেরিয়ে অসঙ্গত আচরণ করেছেন তিনি। আপ অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, সবই বিজেপির সাজানো নাটক।

দিল্লির মসনদ থেকে আম আদমি পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বুধবার সকাল থেকেই দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ভোটারদের বাধা দিয়েছে বিজেপির গুন্ডারা, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দিল্লি পুলিশ, এই অভিযোগ তুলেছেন আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ এবং সাংসদ সঞ্জয় সিং। ভোটের আগের দিন রাত থেকেই দিল্লির বিভিন্ন আসনে টাকা বিলি করে ভোটারদের প্রভাবিত করেছেন বিজেপির নেতা কর্মীরা, দাবি জানিয়েছে আম আদমি পার্টি। দিল্লির জনতাকে বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে দলে দলে ভোটদানের আবেদনও জানিয়েছেন সৌরভ ভরদ্বাজ এবং সঞ্জয় সিং দু'জনেই।

ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা

তাৎপর্যপূর্ণ হল, কীভাবে দিল্লি পুলিশ বিজেপির চক্রান্তে শামিল হয়েছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে আপ নেতা এবং দিল্লির ভোটে প্রার্থী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, সকাল থেকেই দিল্লির নানা কেন্দ্র থেকে ভোটারদের অভিযোগ আসছে, তাঁদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দিল্লি পুলিশের কর্মীরাই বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন ভোটাররা। ভোটাররা বুথের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করামাত্রই তাঁদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে। লম্বা লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না। একই সুরে বিজেপিকে তীব্র নিশানা করেছেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। তাঁর অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধে থেকেই দিল্লির পাড়ায় পাড়ায় ভোটারদের প্রভাবিত করেছে বিজেপির নেতা-কর্মীরা। শুধু কথায় কাজ না হওয়ায় এরা প্রচুর টাকা বিলি করেছে, এমনকী বিজেপির পক্ষে ভোট না দিলে পরিণাম ভাল হবে না বলেও হুমকি দিয়েছে।

নজর তিন কেন্দ্রে

দিল্লির ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় এদিন। আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল মূলত ৩টি বিধানসভা ক্ষেত্র। নয়াদিল্লি, কালকাজি এবং জঙ্গপুরা। এই ৩ কেন্দ্রে আপ প্রতীকে লড়াই করছেন যথাক্রমে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অতিশি এবং মণীশ সিসোদিয়া। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। সপরিবারে ভোট দেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আসেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশিও।

উৎসাহ দিতে গাছের চারা

বুধবার দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে পোলিং বুথের বাইরে এক ব্যতিক্রমী ছবি দেখা গেল। সকাল থেকেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে যাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের হাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ তুলে দেওয়া হয়েছে ফুলগাছের চারা। রাজধানীকে দূষণমুক্ত করে আশপাশের এলাকাকে সবুজে মুড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ভোটারদের হাতে ফুলগাছ তুলে দেওয়ার এই অভিনব উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের।

হাতির আছাড়ে মৃত্যু বিদেশির

প্রতিবেদন: দাঁতালের হামলায় প্রাণ হারালেন এক বিদেশি পর্যটক। জার্মানি থেকে তিনি এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। তামিলনাড়ুর ভালপারাইয়ের কাছে। টাইগার ভ্যালি পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বুনোহাতি তাঁর উপর হামলা চালায়। গুরুতর জখম হন মাইকেল জুরসেন নামে ওই জার্মান পর্যটক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, হাতিটিকে এড়াতে ওই জার্মান পর্যটক রাস্তার ডানদিকে ঘুরে গেলেও হাতিটি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর গাড়ির উপর। আক্রান্ত পর্যটক দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেও হাতিটি তাঁকে তাড়া করে শুঁড় দিয়ে তুলে ছুঁড়ে দেয় বেশকিছুটা দূরে। তাতেই মারাত্মক আঘাত পান জার্মান পর্যটক মাইকেল জুরসেন।

দেশ বিদেশ

6 February, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে ওরেব্রো শহরের একটি স্কুলের ক্যাম্পাসে মঙ্গলবার বন্দুকবাজের হামলায় ১০ জন নিহত। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে বন্দুকধারী নিজেও রয়েছে। সে একাই ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে

বেপরোয়া গতির জেরে উল্টে গেল স্কুলবাস, মৃত্যু

প্রতিবেদন: বুধবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরে স্কুলবাস উল্টে দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সাড়ে সাতটা নাগাদ ৪০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে প্রায় ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ছুটে আসছিল বাসটি। চোমু এলাকার কাছে ৫২ নম্বর জাতীয় সড়কে আচমকা বাস ব্রেক কষতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে। ঘটনাস্থলে চাকায় পিষ্ট হয়ে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাকি পড়ুয়াদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, বাসটি গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণেই ব্রেক কষার সময় তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। বাসটিতে

জয়পুর কমপক্ষে ৪০ জন পড়ুয়া আটকে ছিল। জানলার কাচ ভেঙে সবাইকে বের করে আনা হয়। কিন্তু বাসের ঝাঁকুনির কারণে এক ছাত্রী চাকার তলায় পিষ্ট হয়। এরপরই স্থানীয়রা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খারাপ রাস্তার কারণে দুর্ঘটনা বলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। পরে বাসটিকে ক্রেনের সাহায্য নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলতে শুরু করেছে পুলিশ। দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

গাজায় ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ আগ্রাসন নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ হল হোয়াইট হাউসের সামনে। একইসঙ্গে ট্রাম্প-নেতানিয়াহু বৈঠকের প্রতিবাদেও সরব হন বিক্ষোভকারীরা। ক্ষমতায় এসেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গাজায় স্বত্ব আরোপের ঘোষণা করেছেন। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যবাদ কায়েমের চেষ্টার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকাতেই বিরোধিতা জোরালো হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে মহাপ্রসাদে বিষক্রিয়া, অসুস্থ ২৫৫

প্রতিবেদন: নজিরবিহীন ঘটনা। মঙ্গলবার পশ্চিম মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের শিবনাকওয়াড়ি গ্রামে একটি মেলাতে দুধ থেকে তৈরি হওয়া ক্ষীর 'মহাপ্রসাদ' হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছিল। সেই খাবারে বিষক্রিয়ার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ। পরিস্থিতি সামলাতে সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করার চেষ্টা হয়। যাঁরা প্রসাদ খেয়েছিলেন সকলের বমি শুরু হয় এবং জ্বর আসে। বেগতিক দেখে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁদের। এত মানুষকে হাসপাতালে জায়গা না দিতে পেরে অবশেষে গ্রামেই শুরু হয় চিকিৎসা।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, চিকিৎসকরা মনে করছেন মহাপ্রসাদে বিষক্রিয়ার ফলেই ২৫৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সকলেই মেলায় সেদিন ক্ষীর খেয়েছেন। মেলায় অনান্য খাবারের দোকানও ছিল। সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ক্ষীরের নমুনা সংগ্রহ করে পুলিশের তরফে পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই সম্পূর্ণ বিষয়টা স্পষ্ট হবে। আপাতত হাসপাতালে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ ভর্তি রয়েছেন। মেলা কর্তৃপক্ষকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। বিষক্রিয়ার জেরেই এমন ঘটনা নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে সেটাই জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকেরা।

বাণিজ্যে বাংলার লক্ষ্মীলাভ

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাম্বাসাডার, নয়া শিল্পপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিলেন, কেন বাংলা এখন বিনিয়োগের সেরা গন্তব্য। এখানকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ, রাজ্য সরকারের শিল্প সহায়তা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ল্যান্ডব্যাঙ্ক সবই শিল্পের পালে হাওয়া জুগিয়েছে গত কয়েক বছরে। শিল্প সহায়তায় গতি আনতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন গড়ে দিলেন নিউ স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটি। যার মাথায় থাকছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এই কমিটি শিল্প সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অবস্থাতেই দেরি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ১৫ দিন অন্তর এই কমিটি বৈঠকে বসবে। এছাড়াও রয়েছে, ৫ হাজার একর জমি ব্যাঙ্ক। যা ফ্রি-হোল্ড হিসেবে রাখা আছে। তার মানে কেউ জমি নিতে চাইলে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এছাড়াও ১,৫০০ একর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক রাখা আছে। এরসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই বীরভূমের দেউচা-পাঁচামিতে উত্তোলনের কাজ শুরু হচ্ছে। এখানে যা কয়লা রয়েছে তাতে আগামী ১০০ বছরে বিদ্যুতের কোনও খামতি থাকবে না। লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এদিন রাজ্যের এমএসএমই সেক্টরের প্রসঙ্গ তোলেন। এছাড়াও চা-বাগান এলাকায় টি-ট্যুরিজমের কথাও জানিয়েছেন সকলকে। রাজ্যে ৬টি ইকনোমিক ফ্রেট করিডর তৈরি হচ্ছে, সে কথাও জানান তিনি। তিনি বলেন, গত বছর বাংলায় ১৯ কোটি পর্যটক এসেছেন। ৫-৭ হাজার কোটি বিনিয়োগের জায়গা রয়েছে এই শিল্পে। বাংলায় মহিলাদের উন্নতির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একমাত্র তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসেই ৩৯.৫% মহিলাদের উপস্থিতি রয়েছে লোকসভায়। যা কোথাও নেই। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, বাংলায় আসুন, বিনিয়োগ করুন। বাংলা আপনার সুইট হোম। বাংলা আপনাকে ফেরাবে না।

দেউচা-পাঁচামির প্রসঙ্গ তুলেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা উত্তোলনের জায়গা। এখানে প্রচুর কর্মসংস্থান— এক লক্ষেরও বেশি। কারণ সহযোগী শিল্প এখানে থাকছে। তিনি জানান অনেক দেশ থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। বিশেষ করে জাপানের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁরা বারবার বলেছে সেখানে যেতে। কিন্তু এখানে এত কাজ রয়েছে এখন ১২ মাসের ১০০ পার্বণ সবেতেই থাকতে হয়। তবুও বাংলার স্বার্থে কিছু কিছু জায়গায় যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। মুকেশ আম্বানির বিনিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে, সেটা ডবল হবে। এ-ছাড়াও তাঁরা এআই হাব তৈরি করছেন কলকাতায়। সঞ্জীব পুরীও জানিয়েছেন, তাঁরা কলকাতায় এআই হাব তৈরি করবেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি জানান কলকাতা পুলিশও এআই নিয়ে একটি প্রকল্প করছে।

বুধবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বাংলার অষ্টম শিল্প সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছিল কার্যত চাঁদের হাট। দেশের ও রাজ্যের প্রথম সারির শিল্পপতিরা হাজির ছিলেন প্রথম দিনই— মুকেশ আম্বানি থেকে সজ্জন জিন্দল। সঞ্জীব পুরী থেকে হর্ষ নেওটিয়া। আগরওয়াল থেকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কে ছিলেন না সেখানে! এসেছিলেন সস্ত্রীক ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও। সকলেই এক সুরে বলেছেন, বাংলা মানে বাণিজ্য।

গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুখ্যমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরা, দেশ-বিদেশের অভ্যাগতরা ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও আমলারা। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান-শেষে অমিত মিত্রের পরিচালনায় শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেশন। যেখানে বিনিয়োগ প্রস্তাবের আদান-প্রদান চলে দেশ-বিদেশের অতিথিদের সঙ্গে। কিছু সময়ের জন্য যোগদান করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

হিসেব দিলেন বিনিয়োগের

(প্রথম পাতার পর)

বাংলা এখন বাণিজ্যের গন্তব্য। শিল্পপতিরা সকলেই বলেছেন, এবারের শিল্প সম্মেলন সব দিক থেকেই ইউনিক এবং অনেক বড় মাপের হয়েছে। তবে কত টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব বা আরও কী কী এল সেটা এক্ষুনি বলতে পারব না কারণ, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সঙ্গে বিটুবি এবং বিটুজি কর্মসূচি রয়েছে। তারপরই নিশ্চিত করে বলা যাবে এ বছর কত টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এল। তিনি বলেন বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ সকাল থেকেই এই শিল্প আলোচনা এমওইউ সই এগুলো চলতে থাকবে। আমিও কয়েকটি স্টেশনে অংশ নেব। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলব। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একজন প্রতিনিধি এখানে এসেছেন তাঁকে আমি অনুরোধ করেছি, এখান থেকে সরাসরি লন্ডনের উড়ান চালু করতে। একটা সময় এই উড়ান ছিল। জার্মানিকেও বললাম এখান থেকে উড়ান চালাতে। লুফট হানসা তো আমার আসার আগে। তবে এদিনের শিল্পপতিদের ভাষণে এবং তাঁদের বিনিয়োগ প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যা করে গেলাম তাতে আগামী দিনে বাংলার মুকুটে আরও একটা পালক যোগ হয়ে থাকবে।

দেশে বকেয়া করের ৯৭.৩৫% আর আদায় করা সম্ভব নয়!

প্রতিবেদন: আয়কর দফতরের ব্যর্থতার নমুনা উঠে এল সিএজি রিপোর্টে। জানা গিয়েছে, ২০২১-২২ আর্থিক বছরে প্রত্যক্ষ করদাতাদের থেকে দাবি করা বকেয়া করের ৯৭.৩৫ শতাংশ আদায় করা আর সম্ভব নয় বলে চিহ্নিত করেছে আয়কর দফতর। তবে এটি শুধু একটি বছরেই নয়, বকেয়া কর আদায়ের এই চরম ব্যর্থতা চলছে বছরের পর বছর ধরে। সংসদে পেশ করা ২০২৪ সালের ১৪তম সিএজি প্রতিবেদনে এই ব্যর্থতার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের (সিএজি)-র ১৪তম প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। ২৩০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে কর আদায়ের ব্যর্থতার নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। নভেম্বর ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে, সিএজি দুই ধাপে আয়কর বিভাগের কার্যকারিতা সংক্রান্ত একটি নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এতে মূলত ব্যক্তি ও কর্পোরেট করদাতাদের থেকে আয়কর দাবি আদায়, রেকর্ড সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের বিষয়গুলি পরীক্ষা করা হয় এবং সংবিধানের ১৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে আয়কর বিভাগের কার্যকারিতা নিরীক্ষার সময় সিএজি দেখেছিল, সেসময় মোট বকেয়া করের ৮৪.৩% অনাদায়ী বলে চিহ্নিত হয়েছিল। ২০২৪ সালের সিএজি প্রতিবেদনের সারণি ৩.১ অনুযায়ী, ২০১৬-১৭

আয়কর দফতরের ব্যর্থতা উঠে এল সিএজি রিপোর্টে

অর্থবছরে আয়কর ও কর্পোরেট কর বাবদ মোট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ছিল ৮.৫ লাখ কোটি টাকা, কিন্তু মোট বকেয়া করের পরিমাণ ১০.৪৪ লাখ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়। এর মধ্যে 'আদায় করা কঠিন' বলে চিহ্নিত করের পরিমাণ ১০.৩ লাখ কোটি টাকা, অর্থ্যাৎ ৯৮.৫৭% বকেয়া আদায় করা যায়নি। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ছিল ১০,০২,৭৩৮ কোটি টাকা। বকেয়া কর দাবি ছিল ১১,১৪,১৮২ কোটি টাকা, এর মধ্যে 'আদায় করা কঠিন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল ১০,৯৪,০২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ৯৮.১৯ শতাংশ দাবিকৃত কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.১২ লাখ কোটি টাকা হলেও বকেয়া করের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৩৫ লাখ কোটি টাকা হয়। ২০১৬-১৭ সালে 'আদায় করা কঠিন' বলে চিহ্নিত কর ছিল ১০.৩ লাখ কোটি টাকা, যা ২০২১-২২ সালে ৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৮৪ লাখ কোটি টাকা হয়েছে। সিএজি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, আয়কর বিভাগ বকেয়া কর দাবি করা ৯৭%- এর বেশি অংশকেই পুনরুদ্ধার করা কঠিন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বকেয়া অনাদায়ের অন্যতম একটি কারণ হল করদাতা শনাক্ত করতে না পারা। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় কর্ম পরিকল্পনায় শনাক্ত করা যায় না এমন করদাতাদের ক্ষেত্রে কর পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতি বছর ৫% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। তবে সিএজি বলেছে, এই বিভাগে বকেয়া করের দাবি ২০১৭-১৮ সালে ৮৫,৩৩৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৯-২০ সালে দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ১.৭৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে এবং ২০২১-২২ সালে প্রায় তিনগুণ বেড়ে ২.২৬ লাখ কোটি টাকার বেশি হয়েছে। কর ব্যবস্থাপনায় আয়কর বিভাগের কার্যকারিতা ও দুর্বলতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে সিএজি। রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আয়কর বিভাগের কাছে কি আদৌ যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যা বকেয়া কর আদায়ের পর কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করতে পারে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলির বাঁশবেড়িয়া। পর্যটন আকর্ষণ হল হংসেশ্বরী এবং অনন্ত বাসুদেব মন্দির। পোড়ামাটির কাজ দেখার মতো। অনন্য স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। আছে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান। ঘুরে আসতে পারেন

অম্বিকা কালনা

মন্দিরের শহর কালনা। অম্বিকা কালনাও বলা হয়। প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক মন্দিরের পাশাপাশি আছে রাজবাড়ি। এছাড়াও আছে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান। একদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

প্রতাপেশ্বর মন্দির

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা। বলা হয় মন্দিরের শহর। প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক মন্দিরের পাশাপাশি আছে রাজবাড়ি। এছাড়াও সংলগ্ন এলাকায় আছে কিছু দর্শনীয় স্থান। বর্ধমানের রাজারা ছিলেন শিবের উপাসক। তাই তাঁরা কালনা জুড়ে বহু শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালনা এক সময় ছিল তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান। তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন, 'কালী' থেকেই এই শহরের নামকরণ হয়েছে কালনা। এই শহরের আরাধ্যাদেবী মা-সিদ্ধেশ্বরী। যাঁর পূর্ব নাম অম্বিকা, তাঁরই নামানুসারে এই শহরের নাম 'অম্বিকা কালনা'। কী কী মন্দির আছে?

কালনা দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম ১০৮ শিব মন্দির। স্থানীয়দের কাছে নবকৈলাস মন্দির নামে পরিচিত। জানা যায়, মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১৮০৯ সালে এই মন্দির তৈরি করেন। মন্দিরগুলো এখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মন্দিরের শৈলী অবাক করার মতো। দুইটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ওপর তৈরি। ভিতরের বৃত্তে আছে ৩৪টি এবং বাইরের বৃত্তে আছে ৭৪টি মন্দির। তৈরি হয়েছে আটচালা স্টাইলে। ভিতরে আছে একটি করে শিবলিঙ্গ। শোনা যায় এই মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প লেখা আছে। প্রথম বৃত্তের মন্দিরগুলোয় প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ শ্বেত অথবা কষ্টিপাথরের। পরের বৃত্তের মন্দিরগুলো কেবলমাত্র শ্বেতপাথরেই নির্মিত। জপমালার প্রতীক হিসেবে মন্দিরগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

কালনা রাজবাড়ির ইতিহাস আর এই কালনা শহরের ইতিহাস একসূত্রে গাঁথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়, বর্ধমানের মহারাজারা বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন। ওই সময়টাই ছিল কালনার ইতিহাসের সবথেকে গৌরবময় অধ্যায়। জানা যায়, ১৮৪৯ সালে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী পেয়ারি কুমারী এই দেউল গঠন শৈলীর প্রতাপেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। আবার বর্ধমানের মহারাজ কীর্তি চাঁদের মা ব্রজকিশোরী দেবী লালজি মন্দির নির্মাণ করেন। টেরাকোটার কাজ সমৃদ্ধ মন্দিরগুলোর নান্দনিক মূল্য অপরিসীম। কালনার দর্শনীয় স্থান যতগুলি আছে, তারমধ্যে রাজবাড়ি অন্যতম। রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে ঢুকে বাঁদিকে প্রথমে পড়বে প্রতাপেশ্বর মন্দির, রাস মঞ্চ, লালজি মন্দির। ডানদিকে ঘুরলেই বাঁ হাতে পড়বে আরও একটা ছাদওয়ালা স্ট্রাকচার। একটু এগিয়েই সামনে পঞ্চরত্ন মন্দির, বিজয় বৈদ্যনাথ মন্দির আর ডানদিকে পড়বে কৃষ্ণচন্দ্রজি মন্দির।

প্রতাপেশ্বর মন্দির ১৮৪৯ সালে তৈরি হয়। একটি উঁচু ভিতের ওপর বানানো। আকারে সব থেকে ছোট হলেও এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখার মতো। মন্দিরের চারদিকে আছে

রাসমঞ্চ

পোড়ামাটির কাজ। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি এবং প্রধান মহাকাব্যের দৃশ্যগুলোর বিশেষ উপস্থাপনা।

প্রতাপেশ্বর মন্দিরের ঠিক ডানদিকেই রয়েছে অষ্টভুজাকার রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চের ছাদ বহুদিন আগেই ভেঙে গেছে। এখন রাসমঞ্চের বাকি অংশ ২৪টি পিলারের উপর দাঁড়িয়ে। রাস উৎসবে সাধারণ মানুষ এখানে লালজি ও মদন গোপালজিউয়ের গল্প বর্ণনা করেন।

রাসমঞ্চ থেকে সামনে এগোলেই একটি দরজা পড়ে। সেটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যায় লালাজি মন্দির। ১৭৩৯ সালে তৈরি। এটা এই মন্দির চত্বরের প্রাচীনতম মন্দির, যা মহারাজা জগৎ রামের স্ত্রী ব্রজকিশোরী দেবী তৈরি করেছিলেন। এই মন্দিরটি রাধাকৃষ্ণের আরাধনার জন্য বানানো। ইট দিয়ে তৈরি। পঞ্চবিংশতি রত্ন স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। মোট তিনটি তলা আর ২৫টি চূড়া আছে। এছাড়াও মন্দিরের সামনে আছে একটি চার চালা নাটমঞ্চ। এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ মুগ্ধ করবেই।

লালজি মন্দির থেকে বেরিয়েই বাঁদিকে গেলে চোখে পড়বে পঞ্চরত্ন মন্দির। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৈরি। পাঁচটি মন্দিরের প্রতিটির আকৃতি অন্যটির থেকে আলাদা। পঞ্চরত্ন মন্দির থেকে সামনে এগিয়েই ডানদিকে আছে কৃষ্ণচন্দ্রজি মন্দির।

কালনার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। শহরের প্রাচীনতম মন্দির। হাজার বছরের পুরনো এই দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু জনশ্রুতি। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির কাছের গঙ্গার ঘাট যা অম্বুয়ার ঘাট বা সিদ্ধেশ্বরী ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের ফলক থেকে জানা যায়, ১৭৪১ সালে বর্ধমানের মহারাজা চিত্রসেন, অম্বরীশ ঋষির উপাস্য দেবী মাতা অম্বিকা বা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির পুনর্নির্মাণ তথা সংস্কার করান। কিন্তু জনশ্রুতি অনুসারে আরও অনেক আগে, আনুমানিক ১৬০০ সালে দেবী অম্বু বা অম্বুয়া তন্ত্রসাধক অম্বরীশের আরাধ্যা দেবী ছিলেন। অম্বরীশ মুনির নামানুসারে দেবীর নাম হয় অম্বিকা। টোটো ভাড়া করে দেখে নেওয়া যায় রাজবাড়ি এবং মন্দিরগুলো। পাবেন ইতিহাসের ছোঁয়া। হালকা শীতের মরশুমে বহু পর্যটক ভিড় জমান।

কীভাবে যাবেন?

ব্যান্ডেল-কাটোয়া লাইনে অবস্থিত কালনা। হাওড়া ও শিয়ালদহ, দুই জায়গা থেকেই ট্রেনে যাওয়া যায়। কালনার রেল স্টেশনের নাম অম্বিকা কালনা। হাওড়া থেকে যেতে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা লাগে। শিয়ালদহ থেকে কাটোয়া লোকালে যেতে সময় লাগে আর একটু বেশি।

কোথায় থাকবেন?

সাধারণত হাওড়া বা কলকাতার আশপাশ এলাকা থেকে আসা পর্যটকদের থাকার প্রয়োজন হয় না। তবে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে অম্বিকা কালনায়। আছে বেশকিছু হোটেল, লজ।

দুস্থদের জন্য ফাউন্ডেশন গড়লেন পন্থ, বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের ১০ শতাংশ দান করবেন এই সংস্থায়

বিরাটকে বলেছিলাম, ২০ ওভার থাকতে হবে

২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপে পাক ম্যাচের স্মৃতিচারণ হার্দিকের

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি : আইসিসির ওয়েবসাইটে ২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্মৃতিচারণ হার্দিক পান্ডিয়ার। মেলবোর্নে আয়োজিত ওই ম্যাচে বিরাট কোহলির অনবদ্য ৫৩ বলে অপরাজিত ৮২ রানের সুবাদে ৪ উইকেটে জিতেছিল ভারত। তবে পাকিস্তানের দেওয়া ১৬০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে, দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে ভারত। হার্দিক যখন ক্রিজে যান, তখন ৩১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দল ধুঁকছে। ওই পরিস্থিতিতে ৭৮ বলে ১১৩ রান যোগ করেছিলেন বিরাট-হার্দিক জুটি।

২২ গজে বিরাট ও হার্দিক। ৩ বছর আগের সেই ছবি।

হার্দিক বলছেন, ''আমি প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু ওই ম্যাচের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। দর্শকদের সেই চিৎকার মনে করলে এখনও শিহরিত হই। ওই পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লেগেছিল।'' তাঁর সংযোজন, ''দল চাপে থাকলেও, বিরাট খুব ভাল ব্যাট করছিল। ক্রিজে পা রেখে ওকে আমার প্রথম বার্তা ছিল, তোমাকে ২০ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করতে হবে। তাহলেই ম্যাচ জিতব।''

হার্দিক আরও বলছেন, ''শুরুতে কিছুটা সতর্ক হয়ে ব্যাট করছিলাম। লক্ষ্য ছিল একটা জুটি গড়ার। ওদের বাঁহাতি স্পিনার মহম্মদ নওয়াজ বল করতে আসতেই ঠিক করি, এবার খোলস ছেড়ে বেরোতে হবে। আমি ও বিরাট দু'জনেই রানের গতি বাড়াতে নওয়াজকে টার্গেট করেছিলাম। আর হ্যারিস রউফের এক ওভারে দুটো ছয় মেরে বিরাট তো পাকিস্তানের আত্মবিশ্বাসটাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। ওই জয় চিরদিন মনে থাকবে।'' হার্দিকের বক্তব্য, ''আমি সব সময় দেশের জার্সিতে সেরাটা দিতে ভালবাসি। নিজের জন্য নয়, দলের জন্য খেলি। তাই প্রতিটি বলে আলাদা করে ফোকাস করে দলকে জেতানোর চেষ্টা করি।''

সেঞ্চুরির পুরস্কার

র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠলেন অভিষেক

দুবাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি-২০ ম্যাচে বিধ্বংসী সেঞ্চুরির পুরস্কার। আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় এক লাফে ৩৮ ধাপ পেরিয়ে দু'নম্বরে উঠে এলেন অভিষেক শর্মা। তালিকার এক নম্বরে থাকা ট্রাভিস হেডের থেকে মাত্র ২৬ পয়েন্টে পিছিয়ে তরুণ বাঁ হাতি ব্যাটার। আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের প্রথম দশে অভিষেক ছাড়াও রয়েছেন আরও দু'জন ভারতীয় ক্রিকেটার। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা এবং পাঁচ নম্বরে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তবে তিন ধাপ পিছিয়ে ১২তম স্থানে নেমে গিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে পাঁচ থেকে দুইয়ে উঠে এসেছেন বরুণ চক্রবর্তী। চার ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে রবি বিষ্ণোই। পেসার অর্শদীপ সিং রয়েছেন তালিকার নবম স্থানে।

বুমরা না খেললে ট্রফি জেতা কঠিন

রোহিতের দল নিয়ে খোলামেলা শাস্ত্রী

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি: সম্পূর্ণ ফিট হতে না পারায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে জসপ্রীত বুমরাকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচকরা। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভারতীয় স্পিডস্টারের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে রয়েছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী আইসিসি রিভিউয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বুমরা না খেললে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা কমবে ভারতের।

শাস্ত্রীর সতর্কবার্তা, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বুমরাকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। তিনি বলেন, ''বুমরা পুরো ফিট না থাকলে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ৩০-৩৫ শতাংশ কমে যাবে। এটাও ঠিক, যে পরিমাণ ক্রিকেট এখন খেলতে হয় তাতে বুমরার মতো বোলারের ফিটনেস সুরক্ষিত রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।''

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং আবার বললেন, ''বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মতো পরিস্থিতি এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হতে পারে ভারতের। অস্ট্রেলিয়ায় বুমরার ব্যাক আপ হিসেবে মহম্মদ শামি ছিল না। বুমরাকে বাড়তি ওয়ার্কলোড নিতে হয়েছিল। এবার শামি ফিট বুমরাকে পাশে না পেলে একই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাই টুর্নামেন্টে ভারতের জন্য শামির ফিটনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।''

পন্টিংয়ের সঙ্গে সহমত শাস্ত্রীও। তিনিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে শামির ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। শাস্ত্রীর কথায়, ''৪ ওভার এবং ১০ ওভার বল করাটা সম্পূর্ণ আলাদা। শামিকে তিন ম্যাচেই খেলানো হবে, নাকি প্রথমটা খেলিয়ে ফের তৃতীয় ম্যাচে এনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য তৈরি রাখা হবে, এটা দেখার বিষয়।''

তেত্রিশেই বিদায় টেনিস, হালেপের সিদ্ধান্তে বিষাদ

দুঃখ ও আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবকেও মেনে নিতে হয়

ট্রানসিলভানিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : পেশাদার টেনিস সার্কিটকে বিদায় জানালেন মেয়েদের প্রাক্তন একনম্বর তথা দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সিমোনা হালেপ। ৩৩ বছর বয়সী রোমানিয়ান তারকা ট্রানসিলভানিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডে হারের পর, কোর্টেই অবসরের কথা ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দেন।

২০১৭ সালে মেয়েদের সিঙ্গলসের ক্রমতালিকার শীর্ষে ছিলেন হালেপ। ২০১৮ সালে তিনি ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন হন। এরপর ২০১৯ সালে সেরেনা উইলিয়ামসকে ফাইনালে হারিয়ে উইম্বলডন খেতাব জিতে নেন। ২০২২ সালে ইউএস ওপেন খেলতে গিয়ে ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হন হালেপ। তাঁকে প্রথমে চার বছরের জন্য নিবাসিত করা হলেও, পরে তা কমিয়ে ৯ মাস করা হয়।

এভাবেই বিদায় জানালেন হালেপ।

যদিও নির্বাসন কাটিয়ে কোর্টে ফেরার পর আর চেনা ফর্মে দেখা যায়নি তাঁকে। কাঁধ এবং হাঁটুর চোটও ভোগাচ্ছিল রোমানিয়ান তারকাকে। এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেলেও তিনি শেষ পর্যন্ত খেলেননি।

এই মুহূর্ত বিশ্বের ৮৭০ নম্বরে থাকা হালেপ অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, ''দুঃখ ও আনন্দ দুটোই হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবকে মেনে নিতেই হয়। এই কোর্টে খেলেই অবসর নিতে চেয়েছিলাম। তাই এখানে খেলতে এসেছিলাম। একটা সময় আমি বিশ্বের এক নম্বর ছিলাম। দুটো গ্র্যান্ড স্ল্যামও জিতেছি। আমি এর পরেও টেনিস খেলব। কিন্তু সেটা মনের আনন্দের জন্য। প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছি।''

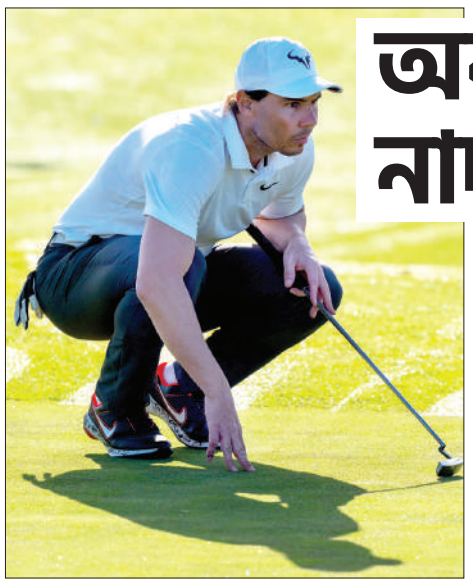

হাতে গলফ স্টিক, অবসর উপভোগ করছেন নাদাল।

অবসরে গলফই নাদালের জীবন

মাদ্রিদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : গত নভেম্বরে পেশাদার টেনিস সার্কিট থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রায় তিনমাস হয়ে গেল, টেনিসের সঙ্গে সেভাবে কোনও যোগাযোগ নেই রাফায়েল নাদালের। আপাতত সময় কাটাচ্ছেন গলফ খেলে। পাশাপাশি নাদাল সাফ জানাচ্ছেন, টেনিসকে এখন আর সেভাবে তিনি মিস করছেন না। বরং এই অবসর জীবনটা তিনি দারুণ উপভোগ করছেন।

স্প্যানিশ মিডিয়ার আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নাদাল বলেছেন, ''আমি ভালই আছি। জীবনের নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছি। এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। সত্যি কথা বলতে কী, টেনিসকে খুব একটা মিস করছি না। সব মিলিয়ে নিজের মতো রয়েছি।'' ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ তারকার সংযোজন, ''টেনিস জীবনের শেষ কয়েকটা বছর খুব কঠিন কেটেছে। টেনিসের প্রতি টান অনুভব না করার এটাও হয়তো একটা কারণ। তবে মাত্র তিনমাস হল অবসর নিয়েছি। এখনই বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাক, ভবিষ্যতে কী হয়।''

নাদাল আরও জানিয়েছেন, ''খেলোয়াড় জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ভাল লাগে এমন অনেক কিছু করতে পারিনি। অবসর জীবন আমাকে সেই কাজগুলো করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ছোটবেলায় টেনিস ছাড়াও ফুটবল ও গলফ আমার প্রিয় খেলা ছিল। কিন্তু পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হওয়ার পর, ওই খেলাগুলো আর খেলতে পারতাম না। এখন যেমন চুটিয়ে গলফ খেলছি। মনে হচ্ছে যেন, ছোটবেলার সময়টা ফিরে পেলাম।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইএসএলে ৫০টি ম্যাচে ক্লিনশিট, গোলকিপার বিশাল কাইথকে সম্মানিত করল মোহনবাগান

মাঠে ময়দানে

6 February, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বৃহস্পতিবার

শিল্ড প্রায় মুঠোয় মোহনবাগানের

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

মোহনবাগান ৩ (ম্যাকলারেন-২, লিস্টন) পাঞ্জাব ০

জয়ের হ্যাটট্রিকে প্রথম দল হিসেবে চলতি আইএসএলে প্লে-অফ খেলা নিশ্চিত করল মোহনবাগান। সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে লিগ-শিল্ড জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল তারা। ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান। জামশেদপুর ও গোয়া পয়েন্ট নষ্ট করলে ম্যাজিক ফিগার ৫৩ পয়েন্টের আগেই শিল্ড জিতে নেবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দ্বিতীয়ার্ধের সাত মিনিটের ঝড়ে ম্যাচের ফয়সালা! জেমি ম্যাকলারেনের অসাধারণ 'ফাস্ট টাচ' এবং জোড়া গোল, লিস্টন কোলাসো ও গ্রেগ স্টুয়ার্টের যুগলবন্দি, বিশাল কাইথের ক্লিন-শিটে অপ্রতিরোধ্য সবুজ-মেরুন। যুবভারতী চিৎকার করল এক বঙ্গসন্তানের জন্যও। তিনি দীপেন্দু বিশ্বাস। রক্ষণে এদিনও দুরন্ত ফুটবল খেললেন। ম্যাচ শুরুর প্রথম ১০-১২ মিনিট চেনা ছন্দে দেখা যায় মোহনবাগানকে। এরপরই হঠাৎ মোলিনার টিমের খেলায় গতিমন্থরতা। এই সুযোগে পাঞ্জাবও শুরুর জড়তা কাটিয়ে রক্ষণ জমাট করে ফেলে। পাঞ্জাব কোচ পানাজিওটিস ডিমপেরিসের কৌশল ছিল মোহনবাগানের দুই উইঙ্গার লিস্টন ও মনবীরের দৌড় আটকে তাঁদের অচল করে দেওয়া। প্রথমার্ধে অভিষেক সিং, ইভানরা তাতে সফল হন। স্টুয়ার্টকেও স্বাভাবিক খেলা খেলতে দেওয়া হচ্ছিল না। ফলে ফাইনাল থার্ডে বল বাড়াতে পারছিলেন না বাগানের স্কটিশ প্লে-মেকার। মাত্র একবারই একক প্রচেষ্টায় গোল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন স্টুয়ার্ট। কিন্তু তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন পাঞ্জাব গোলকিপার রবি কুমার। লিস্টনের একটি শটও বাঁচান রবি। ৩৮ মিনিটে সাহাল আব্দুল সামাদ চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় সমস্যা বাড়ে মোহনবাগানের। পরিবর্ত অভিষেক সূর্যবংশী ভাল খেলতে পারছিলেন না।দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে মোহনবাগানের সঙ্গে সমানে টক্কর দেয় পাঞ্জাব। মোহনবাগান কোচ আশিস রাইকে তুলে আশিক কুরুনিয়নকে নামিয়ে ৩-৫-২ ফর্মেশনে মাঝমাঠে লোক বাড়ান। ৫৪ মিনিটে অনবদ্য একটি আক্রমণ থেকে প্রায় গোল করে ফেলেছিল পাঞ্জাব। মোহনবাগান বক্সের মাঝে ফাঁকায় বল পেয়েছিলেন পাঞ্জাবের পেত্রস জিয়াকুমাকিস। তাঁর ডান পায়ের শট পোস্টে লাগে। এর মিনিট দুয়েকের মধ্যে ম্যাচের ছবিটাই বদলে যায়। ৫৬ মিনিটে ম্যাকলারেনের অসাধারণ একটি গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। দীপেন্দুর সেন্টার ম্যাকলারেন দুর্দান্ত দক্ষতায় রিসিভ করতেই কেটে যায় পাঞ্জাবের দুই ডিফেন্ডার। এরপর ডান পায়ের শটে প্রথম পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার। মিনিট সাতেক পর ব্যবধান দ্বিগুণ করে মোহনবাগান। এবার গোল লিস্টনের। ৬৩ মিনিটে বাঁ-দিক থেকে বক্সে ক্রস ভাসিয়েছিলেন তিনি। স্টুয়ার্টের হাঁটুর হালকা স্পর্শ লেগে বল গোলে ঢোকে। যদিও আইএসএলের তরফে গোলটি লিস্টনের নামে দেওয়া হয়েছে। স্টুয়ার্ট আবার ম্যাচের পর দাবি করলেন, গোলটি তাঁর। দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ থেকে কার্যত হারিয়ে যায় পাঞ্জাব। লুকা মাজসেন, ফিলিপ মার্জিয়াককে নামিয়েও সুবিধা করতে পারেনি তারা। এদিকে স্টুয়ার্টকে তুলে জেসন কামিন্সকে নামান মোলিনা। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে কামিন্স-ম্যাকলারেন যুগলবন্দিতে তৃতীয় গোল সবুজ-মেরুনের। পাঞ্জাবের গোলকিপার ভুল করে বসেন। রবি মাত্র ছ'গজ দূরে থাকা সতীর্থকে পাস দিতে গেলেন। তিনি ব্যাক পাস করতে যাওয়ার সময় বল কেড়ে নেন কামিন্স। তাঁর পাস থেকেই নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করে পাঞ্জাবের কফিনে শেষ পেরেক গেঁথে দেন ম্যাকলারেন।

সতীর্থদের কোলে জোড়া গোলের নায়ক ম্যাকলারেন। — ছবি সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যদের ম্যাচ এল ইডেনে

প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফির নক আউটে উঠতে পারেনি বাংলা। তবে ৮-১২ ফেব্রুয়ারি ইডেনে হবে রঞ্জির একটি কোয়ার্টার ফাইনাল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ও হরিয়ানার মধ্যে ম্যাচটি রোহতক থেকে সরে এল কলকাতায়। বোর্ডের তরফ থেকে সিএবি-কে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবে, আজিঙ্ক রাহানে, শার্দূল ঠাকুরের মতো তারকারা। সূর্য ও শিবম ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্য টি-২০ সিরিজ জিতেছেন দেশের জার্সিতে। তবে ওয়ান ডে দলে তাঁরা নেই। জাতীয় দলে না থাকলে বা ভারতের খেলা না থাকলে বোর্ডের ফতোয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তাই ইডেনে সূর্যরা লাল বলেও পরীক্ষা দেবেন। ম্যাচ সরানোর নির্দিষ্ট কারণ জানানো না হলেও সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হরিয়ানা শিবির। ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ হাতছাড়া হল তাদের।

বীণার সোনা

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় গেমসের অষ্টম দিনে লনবল থেকে চার-চারটি পদক জিতল বাংলা। এর মধ্যে রয়েছে একটি সোনা, একটি রুপো এবং দু'টি ব্রোঞ্জ। মেয়েদের সিঙ্গলসে সোনা জিতেছেন বীণা শাহ সোনা জিতেছেন। এছাড়া মেয়েদের লনবল ফোরস ইভেন্টে রুপো জিতেছে বাংলা। ব্রোঞ্জ দু'টি এসেছে যথাক্রমে পুরুষদের ট্রিপল ইভেন্ট ও ছেলেদের অনূর্ধ্ব ২৫ ইভেন্টে।

জিতল ব্রাজিল

কারাকাস : অনূর্ধ্ব ২০ লাতিন আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বে নিজের নিজের ম্যাচ জিতেছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। চিলিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছে ব্রাজিল। লেফট ব্যাক আর্তুর দিয়াস লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচের শেষ ৩৩ মিনিট ১০ জনে খেলেছে ব্রাজিল। যদিও ৭৪ মিনিটে ব্রাজিলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন স্ট্রাইকার পেদ্রো।অন্যদিকে, চিলির বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ৩৫ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ইয়ান সুবিয়াব্রে। ৪২ মিনিটে ২-০ করেন অগাস্তিন রুবের্তো। দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা আর কোনও গোল করতে না পারলেও, ৬১ মিনিটে চিলির হয়ে ব্যবধান কমান জুয়ান রাসেল।

ডায়মন্ড হারবার আজ নৈহাটিতে ক্লাসার সামনে

আই লিগ টু

প্রতিবেদন: দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে দুর্দান্ত শুরু করেছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি। লক্ষ্য এবার আই লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে নরহরি শ্রেষ্ঠাদের সামনে মণিপুরের ক্লাসা ফুটবল ক্লাব। প্রথম দুই ম্যাচে একটি হার ও একটি ড্রয়ে শুরুটা তাদের ভাল হয়নি। ক্লাসার দুর্বল রক্ষণের সুযোগ নিয়েই জয়ের হ্যাটট্রিক চায় ডায়মন্ড হারবার।

ট্রাউ ও স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় এলেও ক্লাসার বিরুদ্ধে সতর্ক থেকেই মাঠে নামতে চায় কিবু ভিকুনার দল। লম্বা লিগ এবং বড় লক্ষ্যের সামনে অনুশীলনে বারবার ফুটবলারদের ফোকাস ঠিক রাখার দিকে নজর দিচ্ছেন কোচ কিবু। সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, ''ক্লাসার প্রথম ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে, মণিপুরের দলটি এখনও নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারেনি। রক্ষণে কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে বলে মনে হয়েছিল। অন্তত তাদের প্রথম ম্যাচের নিরিখে। তবে ওরা নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।''

কিবুর সহকারীর সংযোজন, ''আমরা সব প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই মাঠে নামি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে যখন নেমেছি তখন সব ম্যাচই জিততে হবে। সেভাবেই আমরা নিজেদের তৈরি করি।'' ডায়মন্ডের প্রথম একাদশে দু'টি বদল নিশ্চিত। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখা মোহিতের জায়গায় শুরু করতে পারেন সুপ্রদীপ হাজরা। চোটের কারণে মাঝমাঠে রাঘব খেলতে পারবেন না। তাঁর পরিবর্ত ঠিক করবেন কোচ।

ক্লাসা ম্যাচের প্রস্তুতি জবি জাস্টিনদের।

ইস্টবেঙ্গলে এলেন ক্যামেরুনের মেসি

প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন ক্যামেরুনের ৩২ বছরের ফরোয়ার্ড রাফায়েল এরিক মেসি বাউলি। পাঁচ বছর আগে আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে এক মরশুম খেলেছেন। ২০১৯-২০ মরশুমে কেরলের জার্সিতে ১৭ ম্যাচে ৮ গোল করেছিলেন ক্যামেরুনের মেসি। এরপর চিনের বিভিন্ন ক্লাব ঘুরে ফিরছেন ভারতে। এবার লাল-হলুদ জার্সি পড়বেন মেসি বাউলি। শনিবারের চেন্নাইয়িন ম্যাচের আগেই তাঁকে শহরে আনার চেষ্টা চলছে। এদিনই ইস্টবেঙ্গলের তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, হিজাজি মাহের বাকি মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন।

গোলস্কোরার হিসেবে ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার স্ট্রাইকার নিজেকে প্রমাণ করেছেন বিভিন্ন ক্লাবে। গত চার বছরে চিনের দ্বিতীয় ডিভিশনের তিনটি ক্লাবের হয়ে ৫৭ গোল করেছেন। পাশাপাশি রয়েছে ১৭ গোলে অ্যাসিস্ট। গত বছর চিনা ক্লাব শিজিয়াঝুয়াং গোংফুর হয়ে ১৮ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল।

প্রশ্ন হল, ইস্টবেঙ্গলের কি বিদেশি স্ট্রাইকার নেওয়ার আদৌ দরকার ছিল? যখন বিদেশি একজন সেন্টার ব্যাক বাকি মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোও ম্যাচ খেলার জন্য একশো শতাংশ ফিট হতে পারেননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশি সেন্টার ব্যাক অথবা সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডিও বেশি দরকার ছিল। এমনও শোনা যাচ্ছে, চোটে বাকি মরশুমে অনিশ্চিত ক্লেটন সিলভার পরিবর্ত হিসেবেই নাকি মেসি বাউলিকে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কি হিজাজির জায়গায় একজন সেন্টার ব্যাক নেওয়া হবে? সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, ক্লাবের ইনভেস্টর দু'জন নয়, একজন পরিবর্তের জন্য খরচ করতে রাজি হয়েছে।

মাঠে ময়দানে
6 February, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

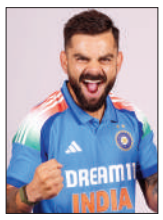

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সির ফোটোশুটে বিরাট কোহলি

নাগপুরে আজ প্রথম ম্যাচ, নজর সেই বিরাট-রোহিতেই

নাগপুর, ৫ জানুয়ারি : পাঁচ বছর পর জামথার মাঠে একদিনের ম্যাচ হচ্ছে। শেষবার এখানে ওডিআই ম্যাচ হয়েছিল ২০১৯-এ। আড়াইশো রান বোর্ডে তোলার পর ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ৮ রানে।

নাগপুর-হায়দরাবাদ হাইওয়ের উপর এই স্টেডিয়াম। জায়গাটা লোকে চেনে জামথা বলে। নাগপুরের পুরনো স্টেডিয়াম ছিল শহরের উপর। কিন্তু বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই মাঠ শহর থেকে ১২-১৪ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার এখানে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম একদিনের ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বলে এই সিরিজের তিনটি ম্যাচ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

টি ২০ সিরিজে ৪-১-এ জিতেছে ভারত। কিন্তু সেই দলের জনা দশেক ক্রিকেটার একদিনের দলে নেই। তবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজাকে আজ ফের নিল জার্সিতে দেখা যাবে। অস্ত্রোপচারের পর দলে ফিরেছেন কুলদীপ যাদবও। চমক অবশ্য বরুণ চক্রবর্তীর ডাক পাওয়া। টি ২০ সিরিজে তিনি এত ভাল বল করেছেন যে, এই সিরিজে

নাগপুরে ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে বিরাট-রোহিত।

ডেকে নিয়ে তাঁকে আসলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য তৈরি থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সাত ব্যাটার ও চার বোলার নিয়ে নামছে ভারত। রোহিত-শুভমন ইনিংস শুরু করবেন। তিনে বিরাট। ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি এখানেই ব্যাট করবেন মনে করা হচ্ছে। চার ও পাঁচে শ্রেয়স আইয়ার ও কেএল রাহুল। রাহুল যদি উইকেটের পিছনে দাঁড়ান, তাহলে এগারোয় জায়গা হবে না ঋষভ পন্থের। পরের দুটো জায়গা হার্দিক পাণ্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজার। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার, শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপ নিয়ে এই ম্যাচে নামছে ভারত।

লাল বলে স্পিনাররা এখানে সুবিধা পেলেও সাদা বলের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। ভারত অবশ্য তবু তিনজন স্পিনার নিয়ে নামতে চলেছে। এঁরা হলেন জাদেজা, বরুণ ও কুলদীপ। সঙ্গে দুই সিমার অর্শদীপ সিং ও মহম্মদ শামি। তৃতীয় পেসার হিসাবে থাকবেন হার্দিক। এখানে টস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মাঠে টসে জিতে আগে ব্যাট করা দল পাঁচবার জিতেছে। পরে ব্যাট নেওয়া দল জিতেছে দু'বার।

টি ২০ সিরিজে হারের পর ইংল্যান্ডের কাছে এই সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাটলাররা হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে মানসিকভাবে ভাল জায়গায় থাকতে চাইবেন। বাটলার বুধবার ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার প্রশংসা করেছেন। রোহিত যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতীয় দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, বাটলার তাতে মুগ্ধ। তিনি বলেছেন, খুব কঠিন হবে এই সিরিজ। রোহিতদের কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, ইংল্যান্ড এই ফর্ম্যাটে শক্ত চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে টি ২০ সিরিজে হারের খোঁচাও রয়েছে।

রুট আসায় শক্তি বেড়ে গেল: বাটলার

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে ভারতের কাছে ১-৪ ব্যবধানে হারতে হয়েছে। যদিও একদিনের সিরিজে ভাল ফলের জন্য আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। একই সঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন, ভারত সফরের অভিজ্ঞতা আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কাজে লাগবে।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বাটলার বলেন, ''যে কোনও বড় টুর্নামেন্টের আগে ভারত সফর খুব কাজে দেয়। কারণ এখানে আপনাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। যা প্রস্তুতিতে কাজে লাগে। সামনেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ও পাকিস্তানের পিচ ও পরিবেশে খুব বেশি ফারাক নেই। তাই এখানকার অভিজ্ঞতা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমাদের বাড়তি সাহায্য করবে।'' একদিনের সিরিজে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ জো রুট। বাটলার বলছেন, ''রুট গ্রেট ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের ওয়ান ডে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওর দলে ফেরাতে আমাদের শক্তি বেড়ে গেল। এই সিরিজে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই বিশ্বাস করি।''

বৃহস্পতিবার যাঁর সঙ্গে টস করতে যাবেন, সেই রোহিত শর্মার সাম্প্রতিক ফর্ম একেবারেই ভাল নয়। যদিও বাটলারের বক্তব্য, ''রোহিত গ্রেট ব্যাটার। দুর্দান্ত নেতা। ওর নেতৃত্বে ভারত একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে। টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। সাদা বলের ফরম্যাটে ব্যাট হাতে রোহিত কতটা ভয়ঙ্কর, সেটা আমরা সবাই জানি। তাই ওকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'' একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাটলার বলেছেন, ''আমি পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট খেলতে ভালবাসি। এটা আমার পছন্দের ফরম্যাট। হ্যাঁ, টি-২০ এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দাপটে ওয়ান ডে ক্রিকেট এই মুহূর্তে কিছুটা কোণঠাসা ঠিকই। তবে এখনও টি-২০ বিশ্বকাপের থেকে একদিনের বিশ্বকাপ জয় কিন্তু বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।''

ভবিষ্যৎ ভাবনা জানাও, রোহিতকে বার্তা বোর্ডের

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানাও। রোহিত শর্মাকে এরকমই বার্তা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

২০২৭ বিশ্বকাপ ও টেস্ট দলের ট্র্যানজিশন পিরিয়ড আপাতত নির্বাচকদের মাথায়। একদিনের ক্রিকেটের সঙ্গে টেস্ট দলেরও অধিনায়কের খোঁজে রয়েছেন তাঁরা। রোহিত অস্ট্রেলিয়ায় রান পাননি। বিরাট কোহলিও তাই। তবে বিরাটের টেস্ট ফর্ম নিয়ে আরও অপেক্ষার পরিকল্পনা নিয়েছেন অজিত আগারকররা। কিন্তু তাঁর ওয়ান ডে ফর্ম নিয়ে নির্বাচকরা বিচলিত নন।

এপ্রিলে ৩৮ হবে রোহিতের। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের সময় ৪০। মুম্বইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল বাছতে বসে নির্বাচকরা রোহিতের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁকে বলা হয় যে, আগামী বিশ্বকাপ ও টেস্ট বিশ্বকাপের সাইকেল নিয়ে বোর্ডের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। টিম ম্যানেজমেন্ট চায় দলের মধ্যে ট্র্যানজিশনের পালা সারার জন্য সবাই যেন একই সারিতে থাকে।

বুধবার নাগপুরে সাংবাদিকরা রোহিতকে এটা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। রোহিত বলেন ক্রিকেটারদের জীবনে ওঠা-নামা থাকবেই। কিন্তু তাঁদের সামনে এখন নতুন একটা সিরিজ। তিনি এসব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বরং এই সিরিজের দিকে চোখ রাখবেন, অন্য এক প্রশ্নের জবাবে রোহিত বলেন, বরুণ চক্রবর্তী টি-২০ সিরিজে খুব ভাল বল করায় তাঁকে

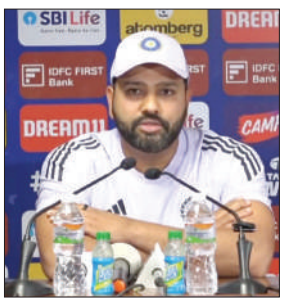

একদিনের দলে নেওয়া হয়েছে। বরুণ এই ফর্ম্যাটে কেমন করেন, সেটা দেখতে চান। রোহিত না বললেও এটা এখন স্পষ্ট, বুমরা না পারলে বরুণই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যাবেন।

আইপিএলের পর ভারত ইংল্যান্ডে পাঁচটি টেস্ট খেলবে। নির্বাচকরা ওপেনিং জুটিতে নজর দিয়েছেন। খোঁজ রয়েছে নতুন অধিনায়কের। শুভমন গিলকে একদিনের দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে হার্দিক পান্ডিয়াকে দায়িত্বে আনা যায় কিনা তা নিয়েও। তিনি অবশ্য আপাতত সাদা বলের ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ। হার্দিকের ফিটনেস নিয়েও চিন্তা থাকে বরাবর।

নির্বাচকরা সামনের দিকে তাকিয়ে তরুণ কাউকে অধিনায়ক চাইছেন। জসপ্রীত বুমরা টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক। কিন্তু একটা পুরো সিজন তিনি কখনও খেলতে পারেন কিনা সেটা নিয়ে আশঙ্কা থাকছে বরাবর। শুভমনের টেস্ট গড় অতি সাধারণ। আলোচনায় রয়েছেন ঋষভ পন্থ ও যশস্বী জয়সওয়ালের নামও। রোহিত-পরবর্তী যুগের কথা মাথায় রেখেই এসব ভাবনা।

গাড়িতে ধাক্কা, ক্ষিপ্ত দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু : বড় দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন রাহুল দ্রাবিড়। বেঙ্গালুরুর কানিংহ্যাম রোডে মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ দ্রাবিড়ের গাড়ির পিছনে একটি পণ্যবাহী গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে। এতে দ্রাবিড় আঘাত না পেলেও, তাঁর গাড়ির পিছনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রাবিড় নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। প্রিয় গাড়ির ক্ষতি দেখে মেজাজ হারিয়ে পণ্যবাহী গাড়ির চালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ। তবে তিনি পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কামিন্স সম্ভবত নেই

গল, ৫ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। চোটের জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টুর্নামেন্টে অনিশ্চিত প্যাট কামিন্স। শেষ পর্যন্ত যদি তিনি খেলতে না পারেন, তাহলে নেতৃত্ব দিতে পারেন স্টিভ স্মিথ বা ট্রাভিস হেড।

গোড়ালিতে হালকা চোট ছিল কামিন্সের। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ খেলার সময় এই চোট আরও বেড়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পর ব্যক্তিগত কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে আসেননি কামিন্স। বৃহস্পতিবার থেকে গলে শুরু হচ্ছে শ্রীলঙ্কা বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা বৃহস্পতিবারই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে যাবেন। সেখান থেকে সবাই মিলে যাবেন পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে। কিন্তু বুধবার অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, ''কামিন্স এখনও বল করার মতো অবস্থায় আসেনি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ওর খেলার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কামিন্স শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে, আমাদের নতুন অধিনায়কের দরকার হবে। তাই স্মিথ ও হেডকে তৈরি রাখা হচ্ছে। ওদের দু'জনের সঙ্গেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। স্মিথের তো নেতৃত্ব দেওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওদের মধ্যে যে কোনও একজনকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হবে।'' এদিকে, চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। আরেক পেসার জস হ্যাজলউডের খেলা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে হ্যাজলউডের ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম। এবার কামিন্সও অনিশ্চিত। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে চোট-আঘাতে জর্জরিত অস্ট্রেলীয় শিবির। প্রসঙ্গত, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচ ২২ ফেব্রুয়ারি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে।